নামাজে মুসলিম ভাই-বোনদের পূর্ণ মনোযোগ সৃষ্টি
এবং নামাজ বিশুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রণীত

এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি

নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করি

সংকলনে

মুফতি আব্দুল কারীম গুফিরালাহু

পরিচালক : ইকরা অনলাইন মাদরাসা ও তামরীন পদ্ধতিতে নাহু সরফ কোর্স, ঢাকা
শিক্ষা সচিব : জামিয়া মদিনাতুল উলুম, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা
মুহাদ্দিস : দারুল হুদা আল-ইসলামিয়া, উত্তরবাড্ডা, ঢাকা
লেখক : তামরীনুস সরফ, তামরীনুন নাহু।

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ মুফীজুল ইসলাম
লেখক, হৃদয় গলে সিরিজসহ বহু গ্রন্থপ্রণেতা

মুফতি শহিদুল ইসলাম
উস্তায, উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা ফাউন্ডেশন

প্রকাশনায়

উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি বইটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কপিরাইট অফিস কর্তৃক নিবন্ধন ভুক্ত ও সংরক্ষিত, যার নিবন্ধন সংখ্যা ২৪০১৩-কপার।
সুতরাং, এই বইটি হুবহু বা আংশিক ছাপানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ

প্রথম প্রকাশ ❑ জুন ২০২১ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ইং

এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি

নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করি

প্রকাশক ❑ ইকরা অনলাইন মাদরাসা
বইটি অনলাইনে অর্ডার করতে
01886 848190

কম্পোজ ❑ সাফায়াতুল হক
বি.এ অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্বত্ব ❑ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূদ্রণ ❑ ডিজাইন হোম -ঢাকা

হাদিয়া ❑ ২০০ টাকা

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল কারীম
উত্তরবাড্ডা, সাতারকুল, ঢাকা-১২১২
০১৮-২০০০-২০২৫, ০১৭৩৮-৯৬৬৮৫৫

সালসাবীল পাবলিকেশন্স
কম্পিউটার মার্কেট, ৩৮/৩ বাংলাবাজার ঢাকা
০১৯৪২-২১৩৩৪৮, ০১৭১৬-৮৬৬৩১৫

আল-ইহদা

নবীয়ে রহমত, প্রিয় হাবিব, মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, ওলী-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ, আমার আসাতিযায়ে কেরাম ও সম্মানিত পিতা-মাতার নামে উৎসর্গ।

IQRA
ONLINE MADRASA

যাদের দোয়া ও পরামর্শে এই কিতাবটি ফরজে আইন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য হিসাবে লিখিত

আল্লামা উবায়দুল্লাহ ফারুক দা.বা শায়খুল হাদীস, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা	**মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা.** **আমিনূত তা'লীম মারকাযুদ দাওয়াহ** **আল ইসলামিয়া ঢাকা।**
মুফতি মাসউদুল করীম দা.বা. চেয়ারম্যান-উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ। প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস:টঙ্গি দারুল উলুম	**শায়খ আহমাদুল্লাহ দা.বা** চেয়ারম্যান ,আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ
শায়খ ফিরদাউস বিন ইসহাক দা.বা. প্রধান উপদেষ্টা বয়স্ক কুরআন শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ	**মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী দা.বা.** **পেশ ইমাম,জাতীয় মসজিদ, বায়তুল মোকাররম**
মুফতি জহিরুল ইসলাম সিরাজী দা.বা. মহাসচিব নৈশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ	**শায়খ যাইনুল আবেদীন দা.বা** সাবেক ইমাম, মেসফালা, মক্কা শরীফ মুহতামিম জামিয়া মদিনাতুল উলুম, বাড্ডা
মুফতি যোবায়ের আহমাদ দা.বা পরিচালক, ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, মুগদা, ঢাকা	**সূফি আহমাদ আরিফ দা.বা** খলিফা, শায়েখ মুমিনুদ্দিন, বিশিষ্ট সাগরিদ, হাফেজ্জি হুজুর রহ.

IQRA ONLINE MADRASA

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইলেম অর্জন করা ফরজ

সুনানে ইবনে মাজাহ (হাদিস নং-৪২২)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা ফাউন্ডেশন এর মহা পরিচালক, টঙ্গি দারুল উলুম মাদরাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদিস উস্তাযুল আসাতিজা ইসলাহি রাহবার

আল্লামা মুফতি মাসউদুল করীম দা. বা.-এর

দোয়া ও বাণী

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد!

আলহামদুলিল্লাহ, আমার স্নেহের ছাত্র তরুণ আলেমেদ্বীন মুফতি আব্দুল কারীম গুফিরালাহু সংকলিত **"এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি"** নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করি শীর্ষক বইটির কিছু অংশ পড়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। সহজ ও চমৎকার উপস্থাপন। আশাকরি লেখকের বইটি সাধারণ শিক্ষিত সকল ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদেরকে অর্থ বুঝে নামাজ আদায়ে অনুপ্রাণিত করবে এবং নামাজে মনোযোগ ও আত্মিক প্রশান্তি আনয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ইনশাআল্লাহ

সংকলক মাওলানা খুবই উদ্যোমী ও প্রতিভাবান। তিনি আরো বেশ কিছু কিতাব লেখালেখিতে হাত দিয়েছেন। দোয়া করি মহান আল্লাহ তাআলা মাওলানার খেদমতসমূহ কবুল করুন। আমীন।

মুফতি মাসউদুল করীম
প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস
টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী
তারিখ : ২১-৩-২০২০ইং

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি এই নিখিল বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা, অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীয়ে রহমত প্রিয় হাবিব খাতামুন নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি। যার উপর অবতির্ণ হয়েছে মানবতার মুক্তির সনদ সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বিশ্ব জাহানকে সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির কল্যানের জন্য এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার ইবাদাতের জন্য। আর ঈমানের পরে ইবাদাতের সর্বশ্রেষ্ট ও প্রধান ইবাদাত হচ্ছে নামাজ। কেননা নামাজ এমন এক ইবাদাত,যাতে আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মাঝে মুহাব্বত বৃদ্ধির যোগসূত্র কায়েম হয়। নামাজের ফযিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিবসে সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যদি নামাজ সঠিক বলে গণ্য হয় তাহলে অন্য সকল আমল সঠিক বলে গণ্য হবে। আর যদি নামাজ ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে অন্য সকল আমল ত্রুটিযুক্ত বলে গণ্য হবে (আবু দাউদ হাদিস নং- ৮৬৬)। আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. লিখেছেন,কেয়ামতের দিবসে বেনামাজির কপালে তিনটি লাইন লিখা থাকবে- (১) হে আল্লাহর হক বিনষ্টকারী (২) হে আল্লাহর ক্রুধ ও অসন্তুষ্টির যোগ্য ব্যক্তি (৩) যেভাবে তুমি আল্লাহর হক বিনষ্ট করেছো সেভাবে আল্লাহর রহমত থেকে তুমি নিরাশ হও।

আমাদের সমাজে আজ হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাই-বোন রয়েছেন, যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করেন কিন্তু নামাজের জরুরী সূরা,দোয়া ও তাসবীহ সমুহের মর্মার্থ বুঝতে না পারায় দিন দিন তাদের নামাজের অমনোযোগিতা তৈরী হচ্ছে। তাদের বিভিন্ন ধরণের পেরেশানী ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সর্বসাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাই-বোনদের নামাজ বিশুদ্ধ করার লক্ষে এমন একটি কিতাব সংকলনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, যে কিতাবে জরুরী সূরা, দোয়া ও তাসবীহ

সমুহের অর্থ শব্দে শব্দে উল্লেখ থাকবে। সে প্রেরণা থেকেই **"এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি"** (নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করি) নামক কিতাবটির সংকলনের সূচনা। অত:পর মহান আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত সাহায্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে একটি পান্ডুলিপি তৈরি করি। পরবর্তীতে আমার প্রিয় শায়েখ, উস্তাযুল আসাতিযা, ইসলাহী রাহবার, আল্লামা মুফতি মাসউদুল করীম হাফিজাহুল্লাহ-র খেদমতে পেশ করি। হুজুর পান্ডুলিপিটি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা ফাউন্ডেশনের পাঠ্য কিতাব হিসেবে প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। তাই হুজুরের পরামর্শ ও দোয়াকে সম্মান জানিয়ে উক্ত পান্ডুলিপিটি কিতাব আকারের প্রকাশের উদ্দ্যোগী হই। লেখক হিসেবে চেষ্টা করেছি কিতাবটির ভাষাগত মান রক্ষা করতে। প্রত্যেকটি মাসআলা ও উদ্ধৃতি যথাযত তাহকিক সহকারে যাচাই-বাচাই করে লিখতে,এর পরেও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। পাঠক মহলে বিনীত নিবেদন এই যে, কোনো ত্রুটি নজরে পড়লে অধমকে অবহিত করবেন, ইনশাআল্লাহ, তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট এই প্রার্থনা কিতাবটি প্রকাশের কাজে আমার যে সকল সহকর্মী ও মুহিব্বীন সহযোগিতা করেছেন তিনি যেনো তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম কল্যাণ দান করেন। পাশাপাশি আমাদের এ খেদমতটুকু কবুল করে বিশ্ববাসীর নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

দোয়ার মোহতাজ

আব্দুল কারীম গুফিরালাহু

সম্পাদকের কথা

আমার স্নেহাস্পদ তরুণ আলেমেদ্বীন, তামরীনুস সরফ ও তামরীনুন নাহু কিতাবের প্রণেতা মুফতি আব্দুল কারীম গুফিরালাহু কর্তৃক সংকলিত **"এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি"** নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করি নামক কিতাবখানা আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম মেহেরবাণীতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পাদনা করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার বিশ্বাস উদীয়মান লেখকের এই কিতাবখানা বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্টির বিশুদ্ধভাবে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালন করবে। বিশেষ করে জেনারেল শিক্ষিত পাঠকমহল নামাজে সাধারণত যে সব সূরা,দোয়া ও তাসবীহ সমুহ পাঠ করে থাকেন সেগুলোর অর্থ সামন্য পরিশ্রমেই তারা জানতে সক্ষম হবেন। এতে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত-নামাজে তাদের মনোযোগ আগের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং পরবর্তীতে অন্যন্য সূরা ও দোয়ার অর্থ জানতে প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি হবে ইনশা আল্লাহ। মাওলানার এই কিতাবখানা টঙ্গী দারুল উলুম মাদ্রাসার সম্মানিত মোহতামিম ও শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি মাসউদুল করিম দা.বা. তার 'উন্মুক্ত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে' পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন বলে জানতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমি এই সুন্দর সিদ্ধান্তের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে হযরতকে মোবারকবাদ জানাই।

ONLINE MADRASA

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেনো, মাওলানার এই কিতাবখানা কে কবুল করে নেন। সেই সাথে লেখক সম্পাদক সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দেন এর ফায়দাকে সকলের জন্য আম করে দেন। আমীন

৪/৪/২০২২

মাওলান মুফিজুল ইসলাম

লেখক, হৃদয় গলে সিরিজসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
নামাজের ফাযায়েল ও জরুরী দোয়া সমুহের অর্থ

- নামাজের গুরুত্ব ও ফযিলত ---------- ১৩
- নামাজে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কথোপকথন ---------- ১৪
- নামাজে মনোযোগ সৃষ্টির সহজ উপায়---------- ১৬
- কালিমাহ্ তাইয়্যেবাহ---------- ১৮
- কালিমাতুশ শাহাদাহ্---------- ১৮
- ঈমানে মুজমাল ---------- ২০
- ঈমানে মুফাসসাল---------- ২০
- আযান---------- ২১
- মসজিদে প্রবেশের দোয়া ও সুন্নাতসমূহ ---------- ২২
- মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া ও সুন্নাতসমূহ ---------- ২৩
- তাকবীর ---------- ২৩
- সানা ---------- ২৪
- তা'আউয---------- ২৫
- তাসমিয়াহ ---------- ২৬
- রুকুর তাসবীহ---------- ২৬
- রুকুর তাসমিহ---------- ২৬
- রুকুর তাহমীদ---------- ২৭
- সিজদার তাসবীহ ---------- ২৭
- দুই সিজদার মাঝে দোয়া---------- ২৭
- তাশাহুদ ---------- ২৮
- দুরুদ শরীফ---------- ৩১
- দোয়ায়ে মাসূরা ---------- ৩৪
- দোয়ায়ে কুনুত---------- ৩৬

IQRA ONLINE MADRASA

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামাজে প্রয়োজনীয় সূরা সমূহের ফযিলত ও অর্থ

- ❖ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব ---------- ৪০
- ❖ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা ---------- ৪০
- ❖ সূরা ফাতিহা ---------- ৪১
- ❖ সূরা ফীল ---------- ৪৪
- ❖ সূরা কুরাইশ ---------- ৪৭
- ❖ সূরা মাউন ---------- ৪৯
- ❖ সূরা কাউসার ---------- ৫২
- ❖ সূরা কাফিরুন ---------- ৫৩
- ❖ সূরা নাসর ---------- ৫৬
- ❖ সূরা লাহাব ---------- ৫৯
- ❖ সূরা ইখলাস ---------- ৬২
- ❖ সূরা ফালাক ---------- ৬৪
- ❖ সূরা নাস ---------- ৬৬
- ❖ সূরা আ'লাক ---------- ৬৮
- ❖ সূরা ক্বদর ---------- ৭৬
- ❖ সূরা আলাম নাশরাহ ---------- ৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

দলিলসহ নামাজের জরুরী মাসায়েল

- ❖ নামাজ বিশুদ্ধ করার উপায় ---------- ৮৩
- ❖ অযুর ফরজ ---------- ৮৩
- ❖ অযু করার সুন্নাত তরিকা ---------- ৮৩
- ❖ গোসলের ফরজ ---------- ৮৪
- ❖ গোসলের সুন্নত তরীকা ---------- ৮৪
- ❖ তায়াম্মুমের ফরজ ---------- ৮৫
- ❖ অযু ভঙ্গের কারণ ---------- ৮৫
- ❖ সুন্নাত তরিকায় নামাজ ---------- ৮৬
- ❖ নামাজের ফরজ ---------- ৮৬
- ❖ নামাজের ওয়াজিব ---------- ৮৭
- ❖ নামাজের সুন্নাত ---------- ৮৭
- ❖ নামাজ ভঙ্গের কারণ ---------- ৮৮

ONLINE MADRASA

চতুর্থ অধ্যায়
হাদিসে বর্ণিত ফযিলতপূর্ণ কিছু নামাজ

- তাহাজ্জুদ নামাজের ফযিলত ---------- ৯০
- সালাতুত তাসবীহ নামাজের ফযিলত ---------- ৯১
- ইশরাক নামাজের ফযিলত ---------- ৯২
- চাশতের নামাজের ফযিলত---------- ৯৩
- আওয়াবীন নামাজের ফযিলত---------- ৯৩
- সালাতুল হাজত নামাজের ফযিলত ---------- ৯৪
- ইস্তিখারার নামাজ ---------- ৯৪
- তাওবার নামাজ---------- ৯৫
- হাদীসে বর্ণিত জুমআর দিনের গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ---------- ৯৫
- জুমআর নামাজের ফযীলত ---------- ৯৬
- ঈদের নামাজ---------- ৯৬
- ঈদুল ফিতরের নামাজের নিয়ত ---------- ৯৭
- ঈদুল আযহার নামাজের নিয়ত---------- ৯৭
- ঈদের নামাজের সংক্ষিপ্ত নিয়ম---------- ৯৭
- তাকবীরে তাশরীক ---------- ৯৮
- কুরবানীর দোয়া---------- ৯৮
- আকীকার দোয়া---------- ৯৯
- জানাযার নামাজ ---------- ১০০
- জানাযার নামাজ আদায় করার নিয়ম---------- ১০১
- দাফনের নিয়ম---------- ১০২

পঞ্চম অধ্যায়
কুরআন হাদীস থেকে সংগৃহীত ফরজ নামাজের পর কতিপয় সূরা ও দোয়া ও জরুরী আমল

- সূরা ইয়াসীন এর ফযিলত---------- ১০৩
- সূরা ওয়াকিয়াহ এর ফযিলত---------- ১০৪
- সূরা মুল্‌ক এর ফযিলত ---------- ১০৪
- সূরা রহমান এর ফযিলত---------- ১০৫
- সূরা কাহাফ এর ফযিলত---------- ১০৫
- সূরা নাবা এর ফযিলত---------- ১০৫

IQRA ONLINE MADRASA

- পবিত্র কুরআন হাদীস থেকে সংগৃহীত দোয়া সমূহ---------- ১০৬
- আয়াতুল কুরসী ---------- ১১০
- সূরা হাশর ---------- ১১০
- সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার---------- ১১১
- জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া ---------- ১১১
- জান্নাত লাভের দোয়া ---------- ১১২
- ৩৩ আয়াত---------- ১১৩
- দুরূদে শিফা ---------- ১১৬
- দুরূদে নারিয়া---------- ১১৭
- আয়াতে শিফা ---------- ১১৭
- প্রতিদিনের দোয়া ---------- ১১৮
- খতমে আম্বিয়া---------- ১২১
- খতমে আম্বিয়া পড়ার নিয়ম ---------- ১২২
- খতমে ইউনুস ---------- ১২২
- খতমে খাজেগান ---------- ১২২
- খতমে খাজেগান পড়ার নিয়ম---------- ১২২
- অর্থসহ আল্লাহর ৯৯ নাম ---------- ১২৪

IQRA
ONLINE MADRASA

প্রথম অধ্যায়

নামাজের ফাযায়েল

নামাজের গুরত্ব ও ফযিলত

নামাজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। নামাজ মুমিনদের জন্য মেরাজ স্বরুপ। বান্দার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জান্নাত লাভের শ্রেষ্ঠআমল। আকীদার ক্ষেত্রে যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা ও গুনাবলীর উপর ঈমান আনয়ন করা গোটা ইসলামের মূল, তেমনি আমলের ক্ষেত্রেও নামাজ গোটা দ্বীনের মূল। এজন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অন্য সকল ইবাদতের তুলনায় নামাজের গুরুত্ব সর্ম্পকে অধিক তাকিদ দিয়েছেন। ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন,এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন- কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূলে আরাবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন "নামাজ"।(সহীহ বুখারী হাদীস নং ৫৬ ও নাসায়ী শরীফ হাদীস নং ৬১১)

হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ:) বলেন,মুহাদ্দীসগণের মতে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরে নামাজই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আমল।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা চিন্তা করলে বুঝতে পারি যে, নামাজ ছাড়া অন্য সকল ইবাদাত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর বিশেষ শর্তে ও সময়ে ফরজ। যেমন কারো মালিকানাধীন নির্ধারিত পরিমাণ ধন-সম্পদ পূর্ণ এক বছর

অতিবাহিত হলে তার উপর নির্ধারিত হারে যাকাত আদায় করা ফরজ। তেমনি রোযা শুধু বছরে এক মাস ফরজ। আর হজ্জ শুধু ধনীদের উপর জীবনে একবার ফরজ।

কিন্তু নামাজ এমন এক ইবাদাত যার জন্য ঈমান ছাড়া আর কোন শর্ত নেই। ঈমান আনার সাথে সাথে প্রত্যেক বালেগ-আকেল পুরুষ ও নারীর উপর ফরজে আইন। সে ফকির বা ধনী, গোলাম বা মালিক,মুকিম বা মুসাফির যাই হোক না কেন। একমাত্র মৃত ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকের উপর নামাজ ফরজ ।

এজন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এক দুই বার নয় বরং বহুবার বার নামাজের আদেশ দিয়েছেন। "তোমরা নামাজ কায়েম কর নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল কাজ ও পাপ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

মূল কথা

নামাজ এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যা ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি বিন্দুমাত্র আশা করা যায় না।

এজন্যই নবীকারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত 'সালাত,সালাত' উচ্চারণ করেছিলেন। তাই আসুন আমরা নামাজের ব্যাপারে আর অবহেলা না করে গুরুত্ব সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করি এবং জান্নাতের পথকে সুগম করি। আমীন।

নামাজে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কথোপকথন

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব মিশকাত শরীফের ৭৬৬ নং হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা যখন নামাজে সূরা ফাতিহার আয়াত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য"

তেলাওয়াত করে তখন আল্লাহ তায়ালা জবাবে বলেন,

حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ

"আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

আর যখন বান্দা বলে,

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ তায়ালা পরম দাতা, পরম দয়ালু।

তখন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যুত্তরে বলেন-

أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ

আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে।

যখন বান্দা বলে-

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসের মালিক।

IQRA ONLINE MADRASA

তখন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যুত্তরে বলেন–

مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ

আমার বান্দা আমার মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছে।

এভাবে প্রতিটি আয়াতে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মাঝে কথোপকথন চলতে থাকে।

সহীহ মুসলিম শরীফের ৮নং হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত কর যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে মনে কর তিনি তোমাকে দেখছেন।

সুতরাং, গোলাম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের প্রতিটি বিধান তথা নামাজ, রোজা ও অন্যান্য বিধানাবলী শতভাগ সঠিকভাবে আদায় করে মহান মালিক আল্লাহ তায়ালাকে রাজি-খুশি করে জান্নাতের আশা করা। কিন্তু আফসোস! আজ আমরা নামাজে দাড়িয়ে মহান আল্লাহর সাথে কথা বলা তো দুরের কথা বরং নিজের নফসের সাথে যাবতীয় হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অথচ হাদীসের ভাষ্যমতে, নামাজ আল্লাহর এত বড় এক ইবাদাত যার মাধ্যমে একজন সামান্য থেকে সামান্যতম নামাজী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অতি সহজেই আল্লাহ তায়ালার সাথে মহব্বতের যোগসূত্র কায়েম করতে পারে।

নামাজে মনোযোগ সৃষ্টির সহজ উপায়

সাধারণত তিনটি পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক নামাজী তার নামাজে শতভাগ মনোযোগ ও খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করতে পারবেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

❖ প্রথমত: নামাজী ব্যক্তি নামাজে দাঁড়ানোর সময় যদি এই মনোভাব নিয়ে দাঁড়ায় যে, আমি মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি, তার সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়ছি। তিনি আমাকে দেখছেন। যেমন উল্লেখিত হাদিসে বলা হয়েছে। "তুমি এমন ভাবে ইবাদাত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। যদি তুমি তাকে না দেখ। তাহলে মনে করো তিনি তোমাকে দেখছেন।" (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৮)

❖ দ্বিতীয়ত : দৃষ্টির হেফাজত। অর্থাৎ নামাজে দাড়ানোর সময় দৃষ্টিকে সেজদার স্থানে রাখা। রুকুতে যাওয়ার সময় পায়ের দুই বৃদ্ধা আঙ্গুলীর মাঝামাঝি রাখা এবং রুকু থেকে দাড়ানোর সময় পুনরায় সেজদার স্থানে রাখা। উঠা, বসা, রুকু, সেজদা ও দাড়ানো সুন্নাত তরীকায় হচ্ছে কি না তার প্রতি ভালো ভাবে খেয়াল রেখে ধীরস্থিরতার সাথে নামাজ আদায় করা।

❖ তৃতীয়ত: নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, সম্ভব হলে অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে নামাজ পড়া এবং নামাজের প্রতিটি তাসবীহ, তাকবীর, সূরা-কেরাত, তাশাহহুদ, দুরূদ ও দোয়া সমূহ বিশুদ্ধভাবে গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করা।

উপরোক্ত পন্থা সমূহ সর্বদা অনুসরণ করে আমল করার মাধ্যমেই আমাদের সকলের পক্ষে শতভাগ মনোযোগ ও খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করা সম্ভব হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَآصَّتُهٗ

"আহ্‌লে কুরআনগণই মহান আল্লাহ্ তাআলার আহাল এবং খাছ ব্যক্তি।"(আহ্‌মাদ)

ONLINE MADRASA

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ সমূহের অর্থ

কালিমাহ তায়্যিবাহ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রাসূল।

শব্দ	অর্থ
لَآ	নাই
اِلٰهَ	ইলাহ/মাবুদ/উপাস্য
اِلَّا	ব্যতীত
اللّٰهُ	আল্লাহ
مُحَمَّدٌ	মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
رَّسُوْلُ	রাসূল
اللّٰهِ	আল্লাহ

IQRA ONLINE MADRASA

কালিমাতুশ শাহাদাহ্

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। । এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই।

শব্দ	অর্থ
اَشْهَدُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
اَنْ	যে
لَّآ	নাই
اِلٰهَ	ইলাহ/মাবুদ/উপাস্য
اِلَّا	ব্যতীত
اللّٰهُ	আল্লাহ

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ: এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

শব্দ	অর্থ
وَ	এবং
اَشْهَدُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
اَنَّ	নিশ্চয়ই
مُحَمَّدًا	মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
عَبْدُهٗ	তাঁর বান্দা
وَ	এবং
رَسُوْلُهٗ	তার রাসূল

IQRA ONLINE MADRASA

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ

অর্থ: আল্লাহু তাআলার উপর তাঁর সকল নাম ও গুণাবলীসহ ঈমান আনলাম এবং তাঁর আদেশাবলী ও নিষেধসমূহ মেনে নিলাম।

শব্দ	অর্থ
اٰمَنْتُ	আমি ঈমান আনলাম
بِاللّٰهِ	আল্লাহু তাআলার উপর
كَمَا هُوَ	যেমন তাঁর
بِاَسْمَائِهٖ	সকল নাম
وَ	ও
صِفَاتِهٖ	গুণাবলীসহ
وَ	ও
قَبِلْتُ	মেনে নিলাম
جَمِيْعَ	সকল
اَحْكَامِهٖ	তাঁর আদেশাবলী ও নিষেধসমূহ

IQRA ONLINE MADRASA

ঈমানে মুফাস্‌সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম ১. আল্লাহ তা'আলার উপর ২. তাঁর ফেরেশতাগণের উপর ৩. তাঁর কিতাবসমূহের উপর ৪. তাঁর রসূলগণের উপর ৫. কিয়ামত দিবসের উপর ৬. ভালো-মন্দের তাকদীরের উপর এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

অর্থ	শব্দ
আমি ঈমান আনলাম	اٰمَنْتُ
আল্লাহ্ তাআলার উপর	بِاللّٰهِ
তাঁর ফেরেশতাগনের উপর	وَمَلٰٓئِكَتِهٖ
তাঁর কিতাবসমূহের উপর	وَكُتُبِهٖ
তাঁর রসূলগণের উপর	وَرُسُلِهٖ
কিয়ামত দিবসের উপর	وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
তাকদীরের উপর	وَالْقَدْرِ
তাঁর ভালো	خَيْرِهٖ
ও মন্দের উপর	وَشَرِّهٖ
পক্ষ থেকে	مِنَ
আল্লাহ তাআলা	اللّٰهِ تَعَالٰى
পুনরায় জীবিত হওয়ার	وَالْبَعْثِ
পর	بَعْدَ
মৃত্যু	الْمَوْتِ

আযান

অর্থ	শব্দ
আল্লাহ সবচেয়ে বড় (৪বার)	اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। (২বার)	أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

IQRA ONLINE MADRASA

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। (২বার)	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ
নামাজের জন্য এসো। (২বার)	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এসো। (২বার)	حَيَّ عَلَى الفلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
ঘুম হতে নামাজ ভালো। (২বার) (এটি ফজরের আযানে অতিরিক্ত ২বার বলতে হয়।)	اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
আল্লাহ সবচেয়ে বড় (২বার)	اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই।	لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

ইকামত

ফরয নামাজ শুরু করার পূর্বে ইকামত বলতে হয়। ইকামাতের বাক্যগুলো আযানের বাক্যের মতই বলবে। কিন্তু ইকামতের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি বলতে হবে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ দুইবার বলবে।

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ বলা।

২. দুরূদ শরীফ পড়া।

৩. দোয়া পড়া। اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উম্মুক্ত করে দিন।

* এই তিনটিকে একসাথে এভাবে পড়া যায়-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

৪. মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা ঢুকানো।

৫. ই'তেকাফের নিয়ত করা। এভাবে- نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِ

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ বলা।

২. দুরূদ শরীফ পড়া।

৩. দোয়া পড়া। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

* এই তিনটিকে একসাথে এভাবে পড়া যায়-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

৪. বাম পা দিয়ে বের হওয়া।

৫. ডান পায়ে জুতা আগে পরিধান করা।

নিয়ত

নিয়ত আরবী শব্দ। অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প। নামাজের পূর্বে মনের সংকল্প করাটাই ফরজ। নিয়তের জন্য মুখে কিছু বলে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়। তবে মনে মনে নিয়ত করা ফরজ। অর্থাৎ একথা মনে জানা থাকা যে, আমি যোহরের নামাজ পড়ছি, না আসরের নামাজ। মুক্তাদির উপর ইমামের ইকতেদার নিয়ত করা ফরজ।

IQRA ONLINE MADRASA

তাকবীরে তাহরীমা

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ

শব্দ	অর্থ
اَللّٰهُ	আল্লাহ
اَكْبَرُ	সর্বশ্রেষ্ঠ

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ: পবিত্রতা আপনার হে আল্লাহ! প্রশংসা সমূহও আপনার। আর আপনার নামসমূহ বরকতময় এবং আপনার গৌরব অতি উচ্চে এবং আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (মাবুদ) নেই।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

অর্থ: পবিত্রতা আপনার হে আল্লাহ! প্রশংসা সমূহও আপনার।

শব্দ	অর্থ
سُبْحَانَكَ	পবিত্রতা আপনার
اللّٰهُمَّ	হে আল্লাহ!
وَ	এবং
بِحَمْدِكَ	আপনারই প্রসংশা

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

অর্থ: আর আপনার নাম বরকতময়।

শব্দ	অর্থ
وَ	এবং
تَبَارَكَ	বরকতময়
اسْمُكَ	আপনার নাম

وَتَعَالٰى جَدُّكَ

অর্থ: এবং আপনার গৌরব অতি উচ্চে।

শব্দ	অর্থ
وَ	এবং
تَعَالٰى	অতি উচ্চে
جَدُّكَ	আপনার গৌরব

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ: এবং আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (মাবুদ) নেই।

শব্দ	অর্থ
وَ	এবং
لَا	নেই
اِلٰهَ	ইলাহ/মা'বুদ/উপাস্য
غَيْرُكَ	আপনি ছাড়া

তা'আউজ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ: বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

শব্দ	অর্থ
اَعُوْذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِاللّٰهِ	আল্লাহর কাছে
مِنَ	থেকে
الشَّيْطَانِ	শয়তান
الرَّجِيْمِ	বিতাড়িত

IQRA ONLINE MADRASA

তাসমিয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু।

শব্দ	অর্থ
بِ	সাথে
اِسْمِ	নাম
اللّٰهِ	আল্লাহর
الرَّحْمٰنِ	পরম করুনাময়
الرَّحِيْمِ	অসীম দয়ালু।

রুকুর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থ : আমার প্রতিপালক অতিশয় পবিত্র ও মহান।

শব্দ	অর্থ
سُبْحَانَ	পবিত্র
رَبِّيَ	আমার প্রতিপালক/রব
الْعَظِيْمِ	অতিশয় মহান

রুকুর তাসমীহ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

অর্থ : আল্লাহ শুনেন, যে কেউ তাঁর প্রশংসা করে।

শব্দ	অর্থ
سَمِعَ	শুনেন

IQRA ONLINE MADRASA

আল্লাহ	اللّٰهُ
যে কেউ	لِمَنْ
প্রশংসা করে	حَمِدَ
তাঁর	هُ

রুকুর তাহমীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য।

অর্থ	শব্দ
হে আমাদের প্রতিপালক!	رَبَّنَا
আপনার জন্য	لَكَ
সমস্ত প্রশংসা	الْحَمْدُ

সিজদার তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

অর্থ : পবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

অর্থ	শব্দ
পবিত্র	سُبْحَانَ
আমার প্রতিপালক	رَبِّيَ
যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন	الْأَعْلٰى

দুই সিজদার মধ্যবর্তী দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, রিযিক দান করুন এবং হেদায়েত দান করুন।

অর্থ	শব্দ
হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমাকে ক্ষমা করুন	اغْفِرْ لِيْ
আমাকে দয়া করুন	وَارْحَمْنِيْ
আমাকে রিযিক দান করুন	وَارْزُقْنِيْ
আমাকে হেদায়েত দান করুন	وَاهْدِنِيْ

নামাজে বৈঠক

দু'রাকাত নামাজ হলে, দু'রাকাতের পর বৈঠকে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দুরুদে ইব্রাহীম, দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফেরাতে হয়। কিন্তু তিন বা চার রাকাতের নামাজ হলে ২য় রাকাতের পর ১ম বৈঠকে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হয় এবং ২য় বৈঠকে (তিন রাকাত বা চার রাকাতের পর) পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু, দুরুদে ইব্রাহীম, দোয়া মাসূরা পড়ে প্রথমে ডানদিকে ও পরে বামদিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় আশহাদু শব্দের 'আশ' বলার সাথে সাথে শাহাদাত আঙ্গুল উপরে তুলে ইশারা করার পর ইল্লা বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলা মুস্তাহাব (সঠিকভাবে করতে পারলে সাওয়াব হবে এবং আদায় না করলে গুনাহ নাই)।

তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

অর্থ: সকল সম্ভাষণ, নিবেদন ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য।

শব্দ	অর্থ
اَلتَّحِيَّاتُ	সকল সম্ভাষণ
لِلّٰهِ	আল্লাহর জন্য
وَ	এবং
الصَّلَوَاتُ	নিবেদনসমূহ
وَ	এবং
الطَّيِّبَاتُ	পবিত্রতা

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

অর্থ: হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

শব্দ	অর্থ
اَلسَّلَامُ	শান্তি বর্ষিত হোক
عَلَيْكَ	আপনার উপর
أَيُّهَا النَّبِيُّ	হে নবী!
وَ	এবং
رَحْمَةُ	অনুগ্রহ
اللهِ	আল্লাহর
وَ	এবং
بَرَكَاتُهُ	তাঁর বরকতসমূহ

IQRA ONLINE MADRASA

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

অর্থ : শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর।

অর্থ	শব্দ
শান্তি বর্ষিত হোক	اَلسَّلَامُ
আমাদের উপর	عَلَيْنَا
এবং	وَ
উপরে	عَلٰى
বান্দাদের	عِبَادِ
আল্লাহর	اللهِ
নেক/পূণ্যবান্দাগণ	الصَّالِحِيْنَ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই।

অর্থ	শব্দ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	أَشْهَدُ
যে	أَنْ
নাই	لَّآ
ইলাহ/মাবুদ/উপাস্য	إِلٰهَ
ব্যতীত	إِلَّا
আল্লাহ	اللهُ

IQRA ONLINE MADRASA

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ: এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

শব্দ	অর্থ
وَ	এবং
أَشْهَدُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
أَنَّ	যে
مُحَمَّدًا	মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
عَبْدُهٗ	তাঁর বান্দা
وَ	ও
رَسُوْلُهٗ	তাঁর রাসূল

দুরুদ শরীফ (দুরুদে ইব্রাহীম)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ـ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ـ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ (রহমত বর্ষণ) করুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধরদের উপর।

শব্দ	অর্থ
اَللّٰهُمَّ	হে আল্লাহ!
صَلِّ	অনুগ্রহ করুন
عَلٰى	উপর
مُحَمَّدٍ	মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
وَّعَلٰى	এবং উপর
اٰلِ	বংশধর
مُحَمَّدٍ	মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ

অর্থ: যেরূপ আপনি অনুগ্রহ করেছেন, ইব্রাহিম (আ.) এর উপর এবং ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরদের উপর।

শব্দ	অর্থ
كَمَا	যেরূপ
صَلَّيْتَ	আপনি অনুগ্রহ করেছেন
عَلٰى	উপর
إِبْرَاهِيْمَ	ইব্রাহিম (আ.)
وَ	এবং
عَلٰى	উপর
اٰلِ	অনুসারী/বংশধর
إِبْرَاهِيْمَ	ইব্রাহিম (আ.)

IQRA ONLINE MADRASA

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই আপনি	إِنَّكَ
প্রশংসিত	حَمِيْدٌ
সম্মানিত	مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর।

অর্থ	শব্দ
হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
বরকত দিন/ নাযিল করুন	بَارِكْ
উপর	عَلٰى
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدٍ
এবং উপর	وَّعَلٰى
বংশধর	اٰلِ
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ

অর্থ: যেরূপ আপনি বরকত নাযিল করেছেন, ইব্রাহিম (আ.) এর উপর এবং ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরদের উপর।

IQRA ONLINE MADRASA

অর্থ	শব্দ
যেরূপ	كَمَا
আপনি বরকত নাযিল করেছেন	بَارَكْتَ
উপর	عَلٰى
ইব্রাহিম (আ.)	إِبْرَاهِيْمَ
এবং	وَ
উপর	عَلٰى
অনুসারী/বংশধর	اٰلِ
ইব্রাহিম (আ.)	إِبْرَاهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই আপনি	إِنَّكَ
প্রশংসিত	حَمِيْدٌ
সম্মানিত	مَّجِيْدٌ

IQRA ONLINE MADRASA

দোয়া মাছুরা

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ـ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ـ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি বড়ই যুলুম করেছি। এবং আপনি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নাই। অতএব আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি বড়ই যুলুম করেছি।

অর্থ	শব্দ
হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
নিশ্চয়ই আমি	اِنِّیْ
আমি যুলুম করেছি	ظَلَمْتُ
নিজের প্রতি	نَفْسِیْ
যুলুম	ظُلْمًا
বেশি	كَثِیْرًا

وَلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থ : এবং আপনি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নাই।

অর্থ	শব্দ
এবং ক্ষমা করবে না	وَلَا یَغْفِرُ
গুনাহসমূহ	الذُّنُوْبَ
ব্যতীত	اِلَّا
আপনি	اَنْتَ

فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْٓ

অর্থ : অতএব আপনার নিজের পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর অনুগ্রহ করুন।

অর্থ	শব্দ
সুতরাং ক্ষমা করুন	فَاغْفِرْ
আমাকে	لِیْ

IQRA ONLINE MADRASA

مَغْفِرَةً	ক্ষমা
مِّنْ	থেকে
عِنْدِكَ	আপনার পক্ষ
وَارْحَمْنِيْٓ	এবং আমাকে অনুগ্রহ করুন

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ: নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

শব্দ	অর্থ
إِنَّكَ	নিশ্চয়ই
أَنْتَ	আপনি
الْغَفُوْرُ	ক্ষমাশীল
الرَّحِيْمُ	দয়ালু

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

শব্দ	অর্থ
اَللّٰهُمَّ	হে আল্লাহ!

নিশ্চয়ই আমরা	إِنَّا
আমরা আপনার সাহায্য চাই	نَسْتَعِيْنُكَ
এবং	وَ
আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি	نَسْتَغْفِرُكَ

وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

অর্থ: এবং আপনার উপর ঈমান আনি এবং আপনার উপরে ভরসা করি।

শব্দ	অর্থ
وَ نُؤْمِنُ	এবং ঈমান আনি/বিশ্বাস করি (রাখি)
بِكَ	আপনার উপর
وَ نَتَوَكَّلُ	এবং আমরা ভরসা করি
عَلَيْكَ	আপনার উপরে

وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ

অর্থ: এবং আমরা আপনার নিকট কল্যাণের প্রশংসা করি।

শব্দ	অর্থ
وَ نُثْنِيْ	এবং আমরা প্রশংসা করি
عَلَيْكَ	আপনার দিকেই ন্যস্ত করি
الْخَيْرَ	সকল কল্যাণ

وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ

অর্থ: এবং আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমরা আপনার অস্বীকার করি না।

শব্দ	অর্থ
وَنَشْكُرُكَ	এবং আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা জানাই
وَلَا نَكْفُرُكَ	এবং আমরা আপনার অস্বীকার করি না

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

অর্থ: এবং যে আপনার অবাধ্য হয় আমরা তাকে ত্যাগ করি এবং পরিহার করি।

শব্দ	অর্থ
وَنَخْلَعُ	এবং আমরা পরিহার করি
وَنَتْرُكُ	এবং আমরা পরিত্যাগ করি
مَنْ	যে
يَفْجُرُكَ	আপনার নাফরমানি করে/অবাধ্য হয়

اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদাত করি।

শব্দ	অর্থ
اَللّٰهُمَّ	হে আল্লাহ!
إِيَّاكَ	একমাত্র আপনারই
نَعْبُدُ	আমরা ইবাদাত করি

وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ

অর্থ: এবং একমাত্র আপনার জন্য নামাজ পড়ি এবং আমরা সিজদা করি।

শব্দ	অর্থ
وَلَكَ	এবং আপনার জন্য
نُصَلِّيْ	আমরা নামাজ পড়ি
وَنَسْجُدُ	এবং আমরা সিজদা করি

IQRA ONLINE MADRASA

وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ

অর্থ: এবং আমরা আপনার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই।

শব্দ	অর্থ
وَإِلَيْكَ	এবং আপনার দিকে
نَسْعٰى	আমরা দ্রুত ধাবিত হই
وَنَحْفِدُ	আমরা দ্রুতগামী হই/এগিয়ে আসি

وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ

অর্থ: এবং আমরা আপনার অনুগ্রহ কামনা করি।

শব্দ	অর্থ
وَنَرْجُوْ	এবং আমরা কামনা করি
رَحْمَتَكَ	আপনার দয়ার
وَنَخْشٰى	এবং আমরা ভয় করি
عَذَابَكَ	আপনার শাস্তিকে

إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য আপনার শাস্তি নির্ধারিত।

শব্দ	অর্থ
إِنَّ	নিশ্চয়ই
عَذَابَكَ	আপনার শাস্তি
بِالْكُفَّارِ	কাফেরদের জন্য
مُلْحِقٌ	নির্ধারিত

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামাজে প্রয়োজনীয় সূরা সমূহের ফযিলত ও অর্থ

কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব

১. তিলাওয়াতকারী দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, শুনাও, তুমি কেমন পড়তে পার, আমি শুনি।

২. শ্রোতাগণ দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, এখানে আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে; তাই খুব আজমত ও মুহাব্বতের সাথে শুনি।

IQRA ONLINE MADRASA

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা

১. দিলের ময়লা পরিস্কার হয়।

২. আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বাড়ে।

৩. প্রতি হরফে ১০টি করে নেকি পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে না বুঝে কুরআন পড়লে কোন ফায়দা নেই, সে জাহেল বা বে-দ্বীন।

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭

সূরা ফাতিহার মূল বক্তব্য: ফাতিহা অর্থ প্রারম্ভ। মক্কা নগরীতে সর্ব প্রথম পরিপূর্ণরূপে এ সূরা নাযিল হয়। মহান আল্লাহ তায়ালার সকলগুনাবলী এ সূরাতে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রখ্যাত তাফসীর কারক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. সূরা ফাতিহার ২৫টি নাম উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের 'মা'।

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব মিশকাত শরীফের ৭৬৬ নং হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দা যখন নামাজে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তায়ালা প্রতি উত্তরে বলেন, حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দার প্রতিটি আয়াতে আয়াতে জবাব দেন।

তাইতো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূরা ফাতিহা আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মাঝে মহব্বত বৃদ্ধির যোগসূত্র।

সুতরাং আমাদের উচিৎ এ সূরার প্রতিটি আয়াত অর্থের দিকে লক্ষ্য করে থেমে থেমে পড়া।

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সূরা ফাতিহায় (শারীরিক ও মানসিক) সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। (মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৬৬)

সূরা ফাতিহা
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (٧)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্তা।

শব্দ	অর্থ
اَلْحَمْدُ	সমস্ত প্রশংসা
لِلّٰهِ	আল্লাহ তায়ালার জন্য
رَبِّ	(যিনি) পালনকর্তা
الْعٰلَمِيْنَ	সমস্ত পৃথিবীর

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢)

অর্থ: পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু।

শব্দ	অর্থ
الرَّحْمٰنِ	পরম করুনাময়
الرَّحِيْمِ	অসীম দয়ালু

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣)

অর্থ: বিচার দিবসের মালিক।

শব্দ	অর্থ
مٰلِكِ	মালিক
يَوْمِ	দিবস
الدِّيْنِ	বিচার

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤)

অর্থ : আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

শব্দ	অর্থ
اِيَّاكَ	একমাত্র তোমারই
نَعْبُدُ	আমরা ইবাদাত করি

IQRA ONLINE MADRASA

এবং একমাত্র তোমারই কাছে	وَاِيَّاكَ
সাহায্য প্রার্থনা করি	نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ(৫)

অর্থ : আমাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখাও।

শব্দ	অর্থ
اِهْدِنَا	আমাদেরকে দেখাও
الصِّرَاطَ	রাস্তা/পথ
الْمُسْتَقِيْمَ	সঠিক

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থ : তাদের পথ যাদের উপর তুমি নিয়ামত দান করেছ।

শব্দ	অর্থ
صِرَاطَ	(এমন) পথ
الَّذِيْنَ	তাদের
اَنْعَمْتَ	তুমি নিয়ামত দান করেছ
عَلَيْهِمْ	যাদের উপর

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

অর্থ: তাদের পথে নয় যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

শব্দ	অর্থ
غَيْرِ	নয় (তাদের পথ)
الْمَغْضُوْبِ	গযব নাযিল হয়েছে

IQRA ONLINE MADRASA

যাদের উপর	عَلَيْهِمْ
এবং না	وَلَا
যারা পথভ্রষ্ট	الضَّآلِّيْنَ

সূরা ফীল
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫

সূরা ফীলের মূল বক্তব্য : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের ৫০ দিন পূর্বে ইয়েমেনের খ্রিস্টান বাদশাহ আবরাহা আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ঘর কাবা শরীফকে ভাঙ্গার জন্য ৬০ হাজার বাহিনীর এক বিশাল দল নিয়ে মক্কায় আক্রমন করার জন্য আসলে কাবার মুতাওয়াল্লি আব্দুল মুত্তালিব এ ঘোষণা দিয়ে প্রতিরোধ থেকে দূরে রইল যে, আল্লাহর ঘর আল্লাহ ই রক্ষা করবেন।

বাদশাহ আবরাহার বাহিনী মক্কা ও মুযদালিফার মাঝপথে আসলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পা ও ঠোঁটে আগুনে পোড়ানো পাথর বহনকারী পাখির নিক্ষেপ দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে সারা দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেন যারাই আল্লাহ তায়ালার সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য। এ প্রেক্ষিতেই এ সূরা নাযিল হয়।

ONLINE MADRASA

সূরা ফীল
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ(١) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ(٢)
وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ(٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ(٥)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ(١)

অর্থ : আপনি কি দেখেন নি, আপনার প্রতিপালক হস্তী ওয়ালাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

শব্দ	অর্থ
اَلَمْ تَرَ	আপনি কি দেখননি
كَيْفَ	কেমন/কিরূপ
فَعَلَ	করেছেন
رَبُّكَ	আপনার প্রতিপালক
بِاَصْحٰبِ	ওলাদের সাথে
الْفِيْلِ	হাতি

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ(٢)

অর্থ : তিনি কি তাদের কৌশলকে নিষ্ফলতায় (ব্যর্থতায়) পর্যবসিত করে দেন নি?

শব্দ	অর্থ
اَلَمْ يَجْعَلْ	তিনি কি পর্যবসিত করে দেন নি
كَيْدَ	কৌশল
هُمْ	তাদের
فِيْ	মধ্যে
تَضْلِيْلٍ	নিষ্ফলতা

وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ(٣)

অর্থ : তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছেন।

IQRA ONLINE MADRASA

শব্দ	অর্থ
وَ	এবং
اَرْسَلَ	প্রেরণ করেছেন
عَلَيْهِمْ	তাদের উপর
طَيْرًا	পাখি
اَبَابِيْلَ	ঝাঁকে ঝাঁকে

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (৪)

অর্থ : যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথরসমূহ নিক্ষেপ করেছিল।

শব্দ	অর্থ
تَرْمِيْهِمْ	তাদের উপর নিক্ষেপ করে
بِحِجَارَةٍ	পাথরসমূহ
مِّنْ	এর/হতে
سِجِّيْلٍ	পাকা মাটি

IQRA ONLINE MADRASA

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ(৫)

অর্থ : অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত (ভূষি যেমন) করে দেন।

শব্দ	অর্থ
فَجَعَلَهُمْ	অতঃপর করেছেন তাদেরকে
كَعَصْفٍ	ভূষি যেমন
مَّاْكُوْلٍ	ভক্ষণকৃত

সূরা কুরাইশ
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৪

সূরা কুরাইশের মূল বক্তব্য : মক্কার কুরাইশরা সর্ব মহলে গর্ববোধ করে বেড়াত যে, কাবা শরীফের খেদমতের কারণে আজ তারা ব্যবসা বানিজ্য করে পয়সাওয়ালা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি তাদেরকে বলে দিন, কা'বার খেদমত করার কারণে তোমরা ধন্য হয়েছ। এটা তোমাদের বাহাদুরি নয়। এ হচ্ছে মহান আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী। সুতরাং তোমাদের উচিৎ তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত করবে। তিনিই তোমাদের অভাব অনটন দূর করেন। তোমাদেরকে স্বাবলম্বী বানিয়েছেন এবং নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করেছেন।

সূরা কুরাইশ
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ(١) اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ(٢) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ(٣) الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ(٤)

IQRA ONLINE MADRASA

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ(١)

অর্থ : যেহেতু কুরাইশদের অভ্যস্ত আছে

শব্দ	অর্থ
لِاِيْلٰفِ	যেহেতু অভ্যস্ত আছে
قُرَيْشٍ	কুরাইশদের

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ(٢)

অর্থ : অভ্যস্ত আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের

শব্দ	অর্থ
اٖلٰفِهِمْ	অভ্যস্ত আছে তাদের

رِحْلَةَ	সফরের
الشِّتَآءِ	শীত
وَالصَّيْفِ	ও গ্রীষ্ম

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ(٣)

অর্থ : অতএব তারা ইবাদাত করুক এ গৃহের রবের।

শব্দ	অর্থ
فَلْيَعْبُدُوْا	অতএব তারা ইবাদাত করুক
رَبَّ	রবের
هٰذَا	এই
الْبَيْتِ	গৃহের

الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ(٤)

অর্থ : যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দেন ও ভয় হতে নিরাপদ রাখেন।

শব্দ	অর্থ
الَّذِىْٓ	যিনি
اَطْعَمَهُمْ	তাদের আহার্য দিয়েছেন
مِّنْ جُوْعٍ	ক্ষুধা হতে
وَّاٰمَنَهُمْ	এবং তাদের নিরাপদ করেছেন
مِّنْ خَوْفٍ	ভয় হতে

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা মাউন
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৭

সূরা মাউনের মূল বক্তব্য : আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের চরিত্র কি ধরণের হয় তার বিশ্লেষণ স্বরুপ মহান আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাযিল করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসকারীরা এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। আর তারা সর্বদা নামাজের ব্যাপারে গাফেল থাকে এবং শুধু লোক দেখানো নামাজ আদায় করে। আর প্রয়োজনীয় জিনিস কাউকে দিতে রাজি হয় না। তাদের মন সর্বদা সংকীর্ণ থাকে। আখেরাতে তাদের ভয়ানক শাস্তি ও ধ্বংসের বার্তা এ সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা মাউন
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ(١) فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ(٢) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ(٣) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ(٤) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ(٥) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ(٦) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ(٧)

IQRA ONLINE MADRASA

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ(١)

অর্থ : আপনি দেখেছেন কি তাকে, যে বিচার দিনকে অবিশ্বাস করে?

শব্দ	অর্থ
اَرَءَيْتَ	আপনি দেখেছেন কি
الَّذِىْ	(তাকে) যে
يُكَذِّبُ	অবিশ্বাস করে
بِالدِّيْنِ	বিচার দিনকে

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ (٢)

অর্থ : সে ঐ ব্যক্তি যে, এতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

শব্দ	অর্থ
فَذٰلِكَ	সে ঐ ব্যক্তি
الَّذِىْ	যে
يَدُعُّ	ধাক্কা দেয়
الْيَتِيْمَ	এতীমকে

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (٣)

অর্থ : এবং মিসকীনকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করে না।

শব্দ	অর্থ
وَ	এবং
لَا يَحُضُّ	উৎসাহিত করে না
عَلٰى	ব্যাপারে
طَعَامِ	খাদ্য দানের
الْمِسْكِيْنِ	মিসকীনকে

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ (٤)

অর্থ : অতএব দূর্ভোগ (ধ্বংস) সে সব নামাজীর,

শব্দ	অর্থ
فَوَيْلٌ	অতএব ধ্বংস
لِّلْمُصَلِّيْنَ	(ঐসব) নামাজীদের জন্য

IQRA ONLINE MADRASA

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ(৫)

অর্থ : যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন (অমনোযোগী)।

শব্দ	অর্থ
الَّذِيْنَ	যারা
هُمْ	তারা
عَنْ	হতে
صَلَاتِهِمْ	তাদের নামাজ
سَاهُوْنَ	উদাসীন/অমনোযোগী

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ(৬)

অর্থ : যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,

শব্দ	অর্থ
الَّذِيْنَ	যারা
هُمْ	তারা
يُرَآءُوْنَ	লোক দেখানো

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ(৭)

অর্থ : এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যদেরকে দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

শব্দ	অর্থ
وَيَمْنَعُوْنَ	এবং দেওয়া থেকে বিরত থাকে
الْمَاعُوْنَ	সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা-কাওছার
মক্কায়তীর্ন : আয়াত -৩

সূরা কাওছারের মূল বক্তব্যঃ

কাওছার অর্থ- অধিক বিপুল সীমাহীন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র কাসিম যখন মারা যায় তখন আরবের মুশরিকরা পরস্পরে বলতে আরাম্ভ করল মুহাম্মদ (সা:) নির্বংশ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অন্তরে ব্যথা পান। মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সান্তনা দেওয়ার জন্য এ সূরা নাযিল করে বলেন। হে নবী আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। যার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মেশক অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময়। মধু অপেক্ষাও অধিক মিষ্টি। যে তা একবার পান করবে সে কখনো তৃষ্ণা অনুভব করবে না।

অতএব আপনি আপনার রবের নামে সালাত পড়ুন এবং কুরবানী করুন, নিশ্চয় আপনার দুশমনরাই শিকড় কাটা।

সূরা কাউসার
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (٣)

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (١)

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দিয়েছি।

শব্দ	অর্থ
اِنَّآ	নিশ্চয়ই আমি
اَعْطَيْنٰكَ	আপনাকে দিয়েছি
الْكَوْثَرَ	কাওসার

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

অর্থ : অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন ও কুরবানী করুন।

শব্দ	অর্থ
فَصَلِّ	অতএব আপনি নামাজ পড়ুন
لِرَبِّكَ	আপনার রবের জন্য/উদ্দেশ্যে
وَ	এবং
انْحَرْ	কুরবানী দিন

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (٣)

অর্থ : যে আপনার শত্রু নিশ্চয়ই সে শিকড় কাটা (নির্বংশ)।

শব্দ	অর্থ
اِنَّ	নিশ্চয়ই
شَانِئَكَ	আপনার শত্রু
هُوَ	সেই
الْاَبْتَرُ	শিকড় কাটা (নির্বংশ)

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ন আয়াত-৬

সূরা কাফিরূনের মূল বক্তব্য :

তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে মক্কার কাফেররা মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচার বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর কতিপয় কুরাইশ নেতারা আপোষের উদ্দেশ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে প্রস্তাব পেশ করে বলে, হে মুহাম্মাদ! কিছু দিন আপনি আমাদের ধর্মের ইবাদাত করুন। আর আমরাও কিছু দিন আপনার ধর্মের ইবাদাত করি। এত উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বাতিল প্রস্তাবের প্রতিবাদস্বরুপ এ সূরা নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন, হে নবী! আপনি তাদের কে বলে দিন; তোমাদের সাথে আমার কোন আপোষ নেই, সুতরাং তোমাদের ধর্ম তোমরা পালন কর। আর আমার ধর্ম আমি পালন করি।

মূলত এ সূরায় বিশ্বের মুসলিম জাতিকে নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষনা দিয়ে আপোষহীন, শিরিক মুক্ত ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সূরা কাফিরূন
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ(١) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ(٢) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ(٣) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ(٤) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ(٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ(٦)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ(١)

অর্থ : বলুন, হে কাফিরেরা!

শব্দ	অর্থ
قُلْ	বলুন
يٰٓاَيُّهَا	ওহে/হে
الْكٰفِرُوْنَ	কাফিরেরা (অবিশ্বাসীগণ)

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ(٢)

অর্থ : আমি ইবাদাত করি না, তোমরা যার (যাদের) ইবাদাত কর।

শব্দ	অর্থ
لَآ اَعْبُدُ	আমি ইবাদাত করি না
مَا	যাদের
تَعْبُدُوْنَ	তোমরা ইবাদাত কর

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ(٣)

অর্থ : এবং তোমরাও ইবাদাতকারী নও, যাঁর ইবাদাত আমি করি।

শব্দ	অর্থ
وَلَآ	এবং না
اَنْتُمْ	তোমরা
عٰبِدُوْنَ	ইবাদাতকারী
مَآ	যার
اَعْبُدُ	আমি ইবাদাত করি

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ(٤)

অর্থ : এবং আমি ইবাদাতকারী নই, যাদের ইবাদাত তোমরা কর।

শব্দ	অর্থ
وَلَآ	এবং না
اَنَا	আমি
عَابِدٌ	ইবাদাতকারী
مَّا	যার/যাদের
عَبَدْتُّمْ	তোমরা ইবাদাত কর

IQRA ONLINE MADRASA

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ(٣)

অর্থ : এবং তোমরা ইবাদাতকারী নও, যাঁর ইবাদাত আমি করি।

শব্দ	অর্থ
وَلَآ	এবং না
اَنْتُمْ	তোমরা

ইবাদাতকারী	عٰبِدُوْنَ
যার	مَآ
আমি ইবাদাত করি	اَعْبُدُ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ(٦)

অর্থ : তোমরাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (কর্মফল) এবং আমার জন্য আমার দ্বীন (কর্মফল)।

অর্থ	শব্দ
তোমরাদের জন্য	لَكُمْ
তোমাদের দ্বীন	دِيْنُكُمْ
এবং আমার জন্য	وَلِيَ
আমার দ্বীন	دِيْنِ

সূরা নাসর
মদীনায় অবতীর্ন আয়াত-৩

ISRA ONLINE MADRASA

সূরা নাসরের মূল বক্তব্য ঃ

নাসর অর্থ সাহায্য। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে এ সূরা বিদায় হজ্জের সফরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সর্বশেষ সূরা হিসাবে নাযিল হয়। উহা কে সূরাতুল বিদা-ও বলা হয়।

সুতরাং বিশ্বের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আরবের মাটি হতে শিরিক ও পৌত্তলিকতা চিরতরে বিদায় হওয়ার পূর্বাভাস। এবং নবীয়ে রহমত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জগৎ হতে চিরতরে বিদায় হওয়ার বিদায়ী সংকেত।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো অধিক পরিমান ইবাদাত করতেন যে তার পা মোবারক ফুলে যেত।

বর্ণিত আছে, এ সূরা নাযিলের পর মাত্র ৭০ দিন বা তিন মাসের মত সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রমান পাওয়া যায়।

সূরা নাসর
মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ(١) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا(٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا(٣)

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ(١)

অর্থ : যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

শব্দ	অর্থ
اِذَا	যখন
جَآءَ	আসবে
نَصْرُ	সাহায্য
اللّٰهِ	আল্লাহ
وَ	ও
الْفَتْحُ	বিজয়

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا(٢)

অর্থ : এবং আপনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখবেন,

শব্দ	অর্থ
وَ	এবং

IQRA ONLINE MADRASA

আপনি দেখবেন	رَاَيْتَ
মানুষকে	النَّاسَ
প্রবেশ করতে	يَدْخُلُوْنَ
মধ্যে	فِيْ
দ্বীন (ধর্ম)/ইসলাম	دِيْنِ
আল্লাহ	اللّٰهِ
দলে দলে	اَفْوَاجًا

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا (٣)

অর্থ : তখন আপনি প্রশংসা সহকারে আপনার রবের গুনকীর্তন করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন; বস্তুতপক্ষে তিনিই ক্ষমাকারী।

শব্দ	অর্থ
فَسَبِّحْ	তখন আপনি গুনকীর্তন করুন
بِحَمْدِ	প্রশংসা সহকারে
رَبِّكَ	আপনার রবের
وَاسْتَغْفِرْهُ	এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন
اِنَّهٗ	নিশ্চয়ই তিনি
كَانَ	হন (বস্তুত)
تَوَّابًا	অনুতাপ (তওবা) গ্রহণকারী (ক্ষমাকারী)

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা লাহাব

মক্কায় অবর্তীন : আয়াত - ৫, রুকু -১

সূরা লাহাবের মূল বক্তব্য : মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভের পর প্রথম তিন বছর পর্যন্ত গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের অনুমতি পেয়ে দাওয়াতের জন্য সাফা পাহারের চূড়ায় উঠে তিনি বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। আরবের সর্বজনস্বীকৃত এ মহান ব্যক্তির আওয়াজ পেয়ে বিভিন্ন গোত্রের ব্যক্তিবর্গ একে একে পাহারের চূড়ায় এসে সমবেত হল। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সকলের প্রতি লক্ষ্য করে বলতে থাকেন হে লোক সকল! আমি যদি তোমাদেরকে একথা বলি যে, এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে একদল শত্রুবাহিনী লুকিয়ে আছে। যেকোন সময় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? উপস্থিত জনতা সমকণ্ঠে বলে উঠল, কেন নয়? অবশ্যই বিশ্বাস করব। কারণ আমরা কখনো আপনার থেকে মিথ্যা কথা শুনতে পাইনি, আপনি কাউকে ধোকা দেননি, করো সাথে প্রতারণাও করেননি।

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! সাবধান!! শুনে রাখো। যদি তোমরা বহু খোদা ও প্রতিমা পূজা থেকে দূরে না থাকো, এবং এক আল্লাহর অনুগত্য স্বীকার না করো, তাহলে অচিরেই তোমাদের উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন আজাব নেমে আসছে। এ কথা শুনার সংঙ্গে সংঙ্গে নবীজির চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো; তুমি ধ্বংস হও এ কারনেই কি আমাদের কে একত্রিত করছ?

কোন কোন বর্ণনায় আছে তখন আবু লাহাব একটি প্রস্থর খন্ড নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিক্ষেপ করেছিল।

অতএব আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিবাদস্বরুপ এ সূরা নাযিল করে বলেন আবু লাহাব ধ্বংস হোক তার স্ত্রী ও সমস্ত ধন সম্পদ ধ্বংস হোক।

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ(١) مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ(٢) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ(٣) وَّامْرَاَتُهٗ ۭحَمَّالَةَ الْحَطَبِ(٤) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ(٥)

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ(١)

অর্থ : ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

শব্দ	অর্থ
تَبَّتْ	ধ্বংস হোক
يَدَآ	হস্তদ্বয়
اَبِيْ لَهَبٍ	আবু লাহাবের
وَّتَبَّ	এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ(٢)

অর্থ : তার কোন উপকারে আসেনি তার ধন সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে।

শব্দ	অর্থ
مَآ اَغْنٰى	উপকারে আসেনি
عَنْهُ	তার পক্ষে
مَالُهٗ	তার ধনসম্পদ
وَمَا	এবং যা
كَسَبَ	সে উপার্জন করেছে

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ(٣)

অর্থ : অচিরেই তাকে লেলিহান শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে।

শব্দ	অর্থ
سَيَصْلٰى	অচিরেই তাকে পোড়ানো হবে
نَارًا	আগুনে
ذَاتَ لَهَبٍ	লেলিহান শিখা বিশিষ্ট

وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ(٤)

অর্থ : এবং তার স্ত্রীও, যে অগ্নিকাষ্ঠ বহন করে।

শব্দ	অর্থ
وَامْرَاَتُهٗ	এবং তার স্ত্রীও
حَمَّالَةَ	বহন করে
الْحَطَبِ	অগ্নিকাষ্ঠ

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ(٥)

অর্থ : তার ঘাড়ের চতুর্দিকে খেজুর পাতার আঁশের রশি বেষ্টন করে আছে।

শব্দ	অর্থ
فِيْ	চতুর্দিকে
جِيْدِهَا	তার ঘাড়ের
حَبْلٌ	রজ্জু/রশি
مِّنْ	এর
مَّسَدٍ	খেজুরের পাতার আঁশ

সূরা-ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত- ৪

সূরা ইখলাসের মূল বক্তব্যঃ

ইখলাস অর্থ বিশুদ্ধতা, নির্ভেজাল তাওহীদ শিক্ষা দেয়াই এ সূরার মূল উদ্দেশ্য। জাহিলী যুগে মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালা সর্ম্পকে সঠিক ধারনার অভাবে অগনিত দেব-দেবী তথা মূর্তি, সূর্য, অগ্নি তুলসী ইত্যাদির পুজা শুরু করে। এমন কি আহলে কিতাবধারীরাও তা হতে রেহাই পায়নি।

বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এসব ছেড়ে এক আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করলে তারা অন্ধের ন্যায় বলতে শুরু করে আল্লাহ কে? তার শক্তি কেমন? কে তার জন্মদাতা?

আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে এ সূরা নাযিল করে বলেন, হে নবী! আপনি বলুন আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

IQRA
OLIPUR MADRASA

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ(١) اَللّٰهُ الصَّمَدُ(٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ(٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ(٤)

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ(١)

অর্থ : আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ এক।

শব্দ	অর্থ
قُلْ	আপনি বলুন

তিনি	هُوَ
আল্লাহ	اللّٰهُ
এক	اَحَدٌ

اَللّٰهُ الصَّمَدُ(২)

অর্থ : আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

অর্থ	শব্দ
আল্লাহ	اَللّٰهُ
অমুখাপেক্ষী	الصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ(৩)

অর্থ : তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।

অর্থ	শব্দ
নি	لَمْ
জন্ম দেন	يَلِدْ
এবং না	وَلَمْ
কেউ তাঁকে জন্ম দেয়	يُوْلَدْ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ(৪)

অর্থ : এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নাই।

অর্থ	শব্দ
এবং না	وَلَمْ
হয়/আছে	يَكُنْ
তাঁর	لَّهٗ

IQRA ONLINE MADRASA

كُفُوًا	সমতুল্য
اَحَدٌ	কেহ/একজন

সূরা ফালাক ও নাস

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১১

সূরা-নাস ও ফালাকের মূল বক্তব্যঃ

এ সূরা দ্বয়ের নাম দুটি ভিন্ন ভিন্ন হলে ও মূল আলোচনা এক। সহীহ বুখারী ও মুসলীম শরীফে বর্ণিত আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম হিজরীর দিকে যখন ইহুদীদের মাঝে ব্যাপক তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তখন তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হকের দাওয়াত থেকে দূরে রাখতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। এমনকি কতিপয় ইহুদী লাবীদ ইবনে আসাম ও তার সাথীরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করে বসে। এতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি কাজ করেও মনে হয়েছে তা করেনি। আর কোন কাজ না করেও খেয়াল হয়েছে তা করেছেন।

এরই এলাজ স্বরুপ মহান আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য সূরাদ্বয় নাযিল করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠ করতে বলেন। তিনি উক্ত সূরাদ্বয়ের ১১ টি আয়াত পাঠ করার সাথে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন।

অতএব আমাদের করনীয় মানুষ ও জ্বিন শয়তানের সর্ব প্রকার অনিষ্ট থেকে সর্বদা মুক্ত থাকার জন্য সকাল সন্ধ্যায় এ সূরাদ্বয় তেলাওয়াত করা।

সূরা ফালাক

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ(٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ(٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ(٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ(٥)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(١)

অর্থ : আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই ঊষার স্রষ্টার।

শব্দ	অর্থ
قُلْ	আপনি বলুন
اَعُوْذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	স্রষ্টার
الْفَلَقِ	ঊষা

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ(٢)

অর্থ : তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে।

শব্দ	অর্থ
مِنْ	থেকে/হতে
شَرِّ	অনিষ্ট
مَا	যা
خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন

IQRA ONLINE MADRASA

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ(٣)

অর্থ : এবং অন্ধকারের (রাতের) অনিষ্ট থেকে যখন উহা সমাগত হয়।

শব্দ	অর্থ
وَمِنْ	এবং থেকে
شَرِّ	অনিষ্ট
غَاسِقٍ	অন্ধকার (রাত)
اِذَا	যখন
وَقَبَ	সমাগত হয়

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ(৪)

অর্থ : এবং ফুৎকারকারীদের অনিষ্ট থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুঁ দিয়ে অনিষ্ট করে।

শব্দ	অর্থ
وَمِنْ	এবং থেকে
شَرِّ	অনিষ্ট
النَّفّٰثٰتِ	ফুৎকারকারী
فِي	তে, মধ্যে
الْعُقَدِ	গ্রন্থি

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ(৫)

অর্থ : এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

শব্দ	অর্থ
وَمِنْ	এবং থেকে
شَرِّ	অনিষ্ট
حَاسِدٍ	হিংসুক
اِذَا	যখন
حَسَدَ	সে হিংসা করে

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা নাস
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ(১) مَلِكِ النَّاسِ(২) اِلٰهِ النَّاسِ(৩) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ(৪) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ(৫) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ(৬)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ(١)

অর্থ : আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই, মানুষের পালনকর্তার কাছে।

শব্দ	অর্থ
قُلْ	আপনি বলুন
اَعُوْذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	পালনকর্তার
النَّاسِ	মানুষের

مَلِكِ النَّاسِ(٢)

অর্থ : মানুষের মালিকের কাছে।

শব্দ	অর্থ
مَلِكِ	মালিক/অধিপতি
النَّاسِ	মানুষ

اِلٰهِ النَّاسِ(٣)

অর্থ : মানুষের মাবুদের কাছে।

শব্দ	অর্থ
اِلٰهِ	মাবুদ/উপাস্য
النَّاسِ	মানুষ

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ(٤)

অর্থ : কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দিয়ে আত্মগোপন করে (সরে পড়ে)।

শব্দ	অর্থ
مِنْ	থেকে, হতে

شَرِّ	অনিষ্ট
الْوَسْوَاسِ	কুমন্ত্রণাদাতা
الْخَنَّاسِ	আত্মগোপনকারী

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ(٥)

অর্থ : যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।

শব্দ	অর্থ
الَّذِىْ	যে
يُوَسْوِسُ	কুমন্ত্রণা দেয়
فِىْ	মধ্যে
صُدُوْرِ	অন্তর
النَّاسِ	মানুষ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ(٦)

অর্থ : জ্বিন ও মানুষের মধ্য হতে।

ONLINE MADRASA

শব্দ	অর্থ
مِنَ	মধ্য হতে
الْجِنَّةِ	জ্বিন
وَالنَّاسِ	ও মানুষ

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১৯

সূরা আলাকের মূল বক্তব্য :

পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহী সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় আল্লাহর ইবাদাত বন্দিগীতে

মগ্ন থাকা অবস্থায় হঠাৎ হযরত জিবরাঈল আ. এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! পড়ুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পড়তে জানি না। তখন জিবরাঈল আ. নবীজিকে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তিনি এভাবে দুইবার করলেন। তৃতীয়বারের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সূরার প্রথম ৫টি আয়াত শুনালেন।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির বড় অস্ত্র জ্ঞানার্জনের নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় অংশে কাফির মুশরিকদের বেপরোয়া আচরণের আযাবের বর্ণনা প্রদান করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কাজের ব্যাপারে কাফেরদের সাথে আপোষহীনভাবে চলার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿٣﴾
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ﴿٥﴾ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۙ﴿٦﴾ اَنْ
رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ؕ﴿٧﴾ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ؕ﴿٨﴾ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ﴿٩﴾ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ؕ﴿١٠﴾
اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۙ﴿١١﴾ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ﴿١٢﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ﴿١٣﴾ اَلَمْ
يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۙ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ
خَاطِئَةٍ ۚ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩﴿١٩﴾

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ﴿١﴾

অর্থ : পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

শব্দ	অর্থ
اِقْرَاْ	পড়ুন

بِاسْمِ	নামে
رَبِّكَ	আপনার পালনকর্তার
الَّذِىْ	যিনি
خَلَقَ	সৃষ্টি করেছেন

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿٢﴾

অর্থ : সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

শব্দ	অর্থ
خَلَقَ	সৃষ্টি করেছেন
الْاِنْسَانَ	মানুষকে
مِنْ	থেকে
عَلَقٍ	জমাট রক্ত

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿٣﴾

অর্থ : পড়ুন, আপনার পালনকর্তা বড়ই অনুগ্রহশীল।

শব্দ	অর্থ
اِقْرَاْ	পড়ুন
وَرَبُّكَ	এবং আপনার পালনকর্তা
الْاَكْرَمُ	বড়ই অনুগ্রহশীল

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿٤﴾

অর্থ : যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

শব্দ	অর্থ
الَّذِىْ	যিনি

শিক্ষা দিয়েছেন	عَلَّمَ
কলমের ব্যবহার (কলমের সাহায্যে)	بِالْقَلَمِ

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

অর্থ : তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।

শব্দ	অর্থ
عَلَّمَ	শিক্ষা দিয়েছেন
الْاِنْسَانَ	মানুষকে
مَا	যা
لَمْ يَعْلَمْ	সে জানতো না

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝

অর্থ : কখনো না, অবশ্যই মানুষতো সীমা লংঘন করেই থাকে।

শব্দ	অর্থ
كَلَّآ	কখনো না
اِنَّ	বস্তুত/অবশ্যই
الْاِنْسَانَ	মানুষ
لَيَطْغٰٓى	সীমালংঘন করেই থাকে

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝

অর্থ : কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত (অমুখাপেক্ষী) মনে করে।

শব্দ	অর্থ
اَنْ	কারণ
رَّاٰهُ	সে নিজেকে মনে করে

IQRA ONLINE MADRASA

اسْتَغْنٰى	অভাবমুক্ত

إِنَّ إِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨

অর্থ : নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে।

শব্দ	অর্থ
اِنَّ	নিশ্চয়
اِلٰى	নিকট/দিকে
رَبِّكَ	আপনার পালনকর্তা
الرُّجْعٰى	প্রত্যাবর্তন

أَرَءَيْتَ الَّذِى يَنْهٰى ۝٩

অর্থ : আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিষেধ করে

শব্দ	অর্থ
اَرَءَيْتَ	আপনি কি দেখেন
الَّذِىْ	তাকে যে
يَنْهٰى	নিষেধ করে

عَبْدًا إِذَا صَلّٰى ۝١٠

অর্থ : এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে (নামাজ পড়ে)

শব্দ	অর্থ
عَبْدًا	এক বান্দা
اِذَا	যখন
صَلّٰى	সালাত আদায় করে

IQRA ONLINE MADRASA

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝

অর্থ : আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে

শব্দ	অর্থ
اَرَءَيْتَ	আপনি কি দেখেছেন
اِنْ	যদি
كَانَ	সে হয়
عَلَى	উপর
الْهُدٰٓى	সৎপথ

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝

অর্থ : অথবা জোরালোভাবে খোদাভীতির নির্দেশ দেয়।

শব্দ	অর্থ
اَوْ	অথবা
اَمَرَ	জোরালো নির্দেশ দেয়
بِالتَّقْوٰى	তাকওয়ার (খোদাভীতির)

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

অর্থ : আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

শব্দ	অর্থ
اَرَءَيْتَ	আপনি কি দেখেছেন
اِنْ	যদি
كَذَّبَ	সে অস্বীকার করে

এবং	وَ
মুখ ফিরিয়ে নেয়	تَوَلّٰى

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝

অর্থ : সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?

অর্থ	শব্দ
সে কি জানে না	اَلَمْ يَعْلَمْ
যে	بِاَنَّ
আল্লাহ	اللّٰهَ
দেখছেন	يَرٰى

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۝

অর্থ : কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে তার মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব।

অর্থ	শব্দ
কখনো নয় (সাবধান)	كَلَّا
যদি	لَئِنْ
সে বিরত থাকে না	لَّمْ يَنْتَهِ
অবশ্যই আমি তাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব	لَنَسْفَعًۢا
মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে	بِالنَّاصِيَةِ

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

অর্থ : মিথ্যাবাদী পাপীর কেশগুচ্ছ

IQRA ONLINE MADRASA

শব্দ	অর্থ
نَاصِيَةٍ	কেশগুচ্ছ
كَاذِبَةٍ	মিথ্যাবাদী
خَاطِئَةٍ	পাপী

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾

অর্থ : অতএব সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করুক।

শব্দ	অর্থ
فَلْيَدْعُ	অতএব সে আহ্বান করুক
نَادِيَهُ	তার পার্শ্বচরদের

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

অর্থ : আমিও আহ্বান করবো জাহান্নামের প্রহরীদের

শব্দ	অর্থ
سَنَدْعُ	আমিও আহ্বান করবো
الزَّبَانِيَةَ	জাহান্নামের প্রহরীদের

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

অর্থ : কখনোই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদাহ করুন ও আমার নিকটবর্তী হউন।

শব্দ	অর্থ
كَلَّا	কখনো না
لَا	করবেন না
تُطِعْهُ	তার আনুগত্য

বরং, সিজদাহ করুন	وَاسْجُدْ
ও আমার নিকটবর্তী হউন	وَاقْتَرِبْ

সূরা ক্বদর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫

সূরা ক্বদরের মূল বক্তব্য

একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মজলিসে বনী ইসরাঈলের এক দরবেশের আমলের কাহিনী বর্ণনা করলেন। সে দরবেশ একটানা ৮৪ বছর অথবা এক হাজার মাস রাতে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে কাটিয়েছেন এবং দিনের বেলায় আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছেন। এঘটনা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বিস্ময় বোধ করলেন এবং মনে মনে অনুশোচনা করে বললেন, আদি কালের লোকেরা দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করত আর আমরা তো অল্প দিন আয়ু লাভ করি। সত্যিই আমরা হতভাগ্য। তাদের এ অনুশোচনার জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাযিল করেন। ঘোষণা দেন আমি তোমাদের জন্য এমন একটি রজনী দান করেছি যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে জালালাইন-৫২৯)

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা ক্বদর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۚ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۚ﴿٤﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۧ﴿٥﴾

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ﴿١﴾

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি ইহা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি ক্বদরের রাতে।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই আমি	اِنَّآ
ইহা অবতীর্ণ (নাযিল) করেছি	اَنْزَلْنٰهُ
মধ্যে	فِيْ
রাত	لَيْلَةِ
ক্বদর	الْقَدْرِ

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

অর্থ : ক্বদরের রাত সম্বন্ধে আপনি কি জনেন?

অর্থ	শব্দ
এবং কি	وَمَآ
আপনি জানেন	اَدْرٰىكَ
কি-সে	مَا
রাত	لَيْلَةُ
ক্বদরের	الْقَدْرِ

IQRA ONLINE MADRASA

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

অর্থ : ক্বদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

অর্থ	শব্দ
রাত	لَيْلَةُ
ক্বদরের	الْقَدْرِ
উত্তম	خَيْرٌ
হতে	مِّنْ

হাজার	اَلْفِ
মাস	شَهْرٍ

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ﴿۴﴾

অর্থ : ঐ রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয়, তাঁদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে।

শব্দ	অর্থ
تَنَزَّلُ	অবতীর্ণ হয়
الْمَلٰٓئِكَةُ	ফেরেশতাগণ
وَالرُّوْحُ	এবং রূহ (জিবরাঈল আ.)
فِيْهَا	তার মধ্যে
بِاِذْنِ	অনুমতিক্রমে
رَبِّهِمْ	তাঁদের পালনকর্তার
مِنْ	জন্য
كُلِّ	প্রত্যেক
اَمْرٍ	কাজ

IQRA ONLINE MADRASA

سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۵﴾

অর্থ : শান্তি আর শান্তি যা ফজরের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

শব্দ	অর্থ
سَلٰمٌ	শান্তি
هِيَ	সে

حَتّٰى	পর্যন্ত
مَطْلَعِ	উদয় হওয়া
الْفَجْرِ	ফজর

সূরা আলাম নাশরাহ
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৮

সূরা আলাম নাশরাহ-এর মূল বক্তব্য : এ সূরার মূল বক্তব্য হল, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দান। এ সূরা তাকে তিনটি বড় নেয়ামত দান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তিনি বিজয় লাভকে হাতের মুঠোয় এনেছিলেন। ১. বক্ষের প্রশস্ততা। ২. ভারী বোঝা হালকা করে দেয়া। ৩. সুনাম-সুখ্যাতি পুরো বিশ্বে ছড়ি দেয়া।

সূরা আলাম নাশরাহ
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١

অর্থ : (হে রাসূল !) আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ খুলে দেইনি?

শব্দ	অর্থ
اَ	কি
لَمْ نَشْرَحْ	খুলে দেইনি

তোমার কল্যাণে	لَكَ
তোমার বক্ষ	صَدْرَكَ

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝

অর্থ : আমি তোমার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার–

অর্থ	শব্দ
আমি অপসারণ করেছি	وَوَضَعْنَا
তোমার থেকে	عَنْكَ
সেই ভার	وِزْرَكَ

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

অর্থ : যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

অর্থ	শব্দ
যা	الَّذِيْٓ
ভেঙ্গে দিচ্ছিল	اَنْقَضَ
তোমার কোমর	ظَهْرَكَ

IQRA ONLINE MADRASA

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

অর্থ : এবং আমি তোমার কল্যাণে তোমার চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

অর্থ	শব্দ
এবং আমি উচ্চ মর্যাদা দান করেছি	وَرَفَعْنَا
তোমার কল্যাণে	لَكَ
তোমার চর্চাকে	ذِكْرَكَ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

অর্থ : প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে।

শব্দ	অর্থ
فَاِنَّ	প্রকৃতপক্ষে
مَعَ	সাথে
الْعُسْرِ	কষ্টের
يُسْرًا	স্বস্তি থাকে

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

অর্থ : নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে।

শব্দ	অর্থ
اِنَّ	নিশ্চয়ই
مَعَ	সাথে
الْعُسْرِ	কষ্টের
يُسْرًا	স্বস্তিও থাকে

IQRA ONLINE MADRASA

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ

অর্থ : সুতরাং তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর।

শব্দ	অর্থ
فَاِذَا	সুতরাং যখন
فَرَغْتَ	তুমি অবসর পাও
فَانْصَبْ	তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

অর্থ : এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতিই মনোযোগী হও।

শব্দ	অর্থ
وَاِلٰى	এবং প্রতি
رَبِّكَ	নিজ প্রতিপালকের
فَارْغَبْ	মনোযোগী হও

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

“ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার একটি মাজলিস ৬০ বৎসরের ইবাদাত হইতে উত্তম

ONLINE MADRASA

তৃতীয় অধ্যায়
দলিলসহ নামাজের মাসায়েল

নামাজ বিশুদ্ধ করার উপায়

নামাজবিশুদ্ধ করার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে অযু বিশুদ্ধ ভাবে সুন্নাত তরীকায় ধীরস্থিরতার সাথে করা। যার অযু যত সুন্দর হবে তার নামাজও তত সুন্দর হবে। যদি কারো অযু তাড়াহুড়ার দরুন সুন্নাতের খেলাফ হয়। তাহলে মনে রাখতে হবে নামাজে তার একাগ্রতা নষ্ট হবে।

তাই আসুন, আমরা নামাজেউদাসীনতা দূর করে মনোযোগ সৃষ্টি করতে সুন্নাত তরীক্বায় অযু শিখি ।

অযুর মাসায়েল

অযুর ফরজসমূহ

অযুতে ৪ ফরজ। যথা–

১. সমস্ত মুখ ধোয়া।
২. উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া।
৩. মাথার চারভাগের একভাগ মাসাহ করা।
৪. উভয় পা টাখনুসহ ধোয়া। (সূরা মায়েদা)

IQRA ONLINE MADRASA

অযু করার সুন্নাত ত্বরিকা

১.পবিত্রতার নিয়ত করা ও বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা। (তিরমিযী)
২.উভয় হাত কব্জিসহ তিন বার ধোয়া। (সহীহ মুসলিম: ১/১২০)
৩.মিসওয়াক করা। (সহীহ মুসলিম)
৪.তিন বার কুলি করা। (সহীহ মুসলিম)
৫.তিন বার নাকে পানি দেয়া। (সহীহ মুসলিম)
৬.প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা।(সহীহ মুসলিম)

৭. এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পুর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা। (ইজমায়ে উম্মত)
৮. সমস্ত মাথা কানসহ মাসাহ করা। (তিরমিযী : ১/৭)
৯. মাথার অগ্রভাগ থেকে মাসাহ শুরু করা।
১০. দাড়ির নিচ দিয়ে খিলাল করা। (তিরমিযী : ১/৬)
১১. আঙ্গুল খিলাল করা। (তিরমিযী : ১/৭)
১২. ওযুর মধ্যে ধারাবহিকতা রক্ষা করা। (ইজমায়ে উম্মাত)
১৩. গরদান মাসাহ করা।
১৪. ওযুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাৎ পড়া।

বি. দ্র. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অযুর শুরুতে এ দোয়া পাঠ করবে-

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

তাহলে অযু ভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে । (সুবহানাল্লাহ)
আর অযুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলে তার জন্য জান্নাতের ৮ টি দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় । (সুবহানাল্লাহ)
কালিমায়ে শাহাদাৎ-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

IQRA ONLINE MADRASA

গোসলে ৩ ফরজ

১. গড়গড়াসহ কুলি করা। (তবে রোজা অবস্থায় গড়গড়া করিবে না)
২. নাকে পানি দেয়া।
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসলের সুন্নাত ত্বরিকা

গোসল করার সময় প্রথমে ইস্তিঞ্জা করে নিবে, অতঃপর পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে উভয় হাত ধুয়ে নিয়ে শরীর ও কাপড় থেকে নাপাকী দূর করবে। তারপর হাত ভালো করে পরিষ্কার করে নিবে। অতঃপর নামাজের অযুর মত অযু করে নিবে। অযুর সময় ভালোভাবে গড়গড়া করবে এবং নাকের

নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে। অযুর শেষে মাথায় পানি ঢালবে। অতঃপর ডান কাঁধে ও বাম কাঁধে পানি ঢালবে। এভাবে তিনবার সম্পূর্ণ শরীর ভালোভাবে ঘষে গোসল শেষ করবে।

নারী পুরুষ উভয়ের গোসলের নিয়ম একই। তবে মেয়েদের খোপা বাঁধা থাকলে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলে তা খোলা জরুরী নয়। কিন্তু পুরুষের চুল সম্পুর্ণ খোলা রাখতে হবে। উপরন্তু মেয়েদের নাক ও কানের অলংকার পড়ার ছিদ্রে যাতে পানি পৌঁছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

গোসলের পর নতুন করে অযু করার প্রয়োজন নেই।

(প্রমাণ : ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম, ১ : ১৪৬ # শামী ১ : ১১৯)

তায়াম্মুমে ৩ ফরজ

১. পবিত্রতার নিয়ত করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাসাহ করা।
৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসাহ করা। (সূরা মায়েদা-৬)

অজু ভঙ্গের কারণ ৭টি

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। (সূরা মায়েদা-৬)
২. মুখ ভরে বমি করা।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
৪. থুথুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।
৫. চিৎ বা কাঁৎ হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।
৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া।
৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসা।

দলিল : (তিরমিযী : ১/১৪)

IQRA ONLINE MADRASA

সুন্নাত তরীকায় নামাজ

সুন্নাত তরীকায় সঠিক পদ্ধতিতে নামাজ আদায় বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদায়কৃত নামাজ। যা তিনি সাহাবায়ে কেরাম কে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে ঘোষণা করেছেন, তোমরা নামাজ আদায় কর যে ভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখ।

তাই আসুন নামাজের সকল ফরজ ও সুন্নাত পরিপূর্ণ পাবন্দীর সাথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো সুন্নাত তরীকায় নামাজ আদায় করি ।

নামাজের মাসায়েল

নামাজের ফরজ সমূহ

নামাজে ১৩ ফরজ

১. শরীর পাক।
২. কাপড় পাক।
৩. নামাজের জায়গা পাক।
৪. ছতর ঢাকা।
৫. কিবলামুখী হওয়া।
৬. ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করা।
৭. নামাজের নিয়ত করা।

IQRA ONLINE MADRASA

নামাজের ভিতরে ৬ ফরজ

৮. তাকবীরে তাহ্‌রীমা (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা।
৯. দাড়িয়ে নামাজ পড়া।
১০. কেরাত পড়া।
১১. রুকু করা।
১২. দুই সিজদা করা।
১৩. আখেরি বৈঠক।

দলিল : (বুখারী : ১/৫০)

[**বি:দ্রঃ** নামাজের মধ্যে উপরোক্ত কোন একটি ফরজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ছুটে গেলে পূনরায় নামাজ আদায় করতে হবে।]

নামাজের ওয়াজিব সমূহ

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মিলানো।
৩. কেরাত আস্তের জায়গায় আস্তে পড়া এবং জোরের জায়গায় জোরে পড়া।
৪. রুকুতে স্থির থাকা।
৫. রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাড়ানো।
৬. সিজদাতে স্থির থাকা।
৭. প্রথম সিজদার পর স্থির হয়ে বসা।
৮. দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করা।
৯. প্রতি বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।
১০. আখেরী বৈঠক। (শেষ বৈঠক)
১১. বিতর নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পড়া।
১২. প্রত্যেক রাকাআতের ফরজসমুহের তারতীব ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাকাআতের ওয়াজিব সমূহের তারতীব ঠিক রাখা।
১৪. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে নামাজ শেষ করা।

দলিল: (রদ্দুল মুখতার:১/৪৫৮), (ফতোয়ায়ে শামী: ১/৪৬৯)

[**বি:দ্রঃ** নামাজের মধ্যে উপরোক্ত কোন একটি ওয়াজিব অনিচ্ছাকৃত ছুটে গেলে সাহু সিজদাহ দিয়ে নামাজসম্পন্ন করতে হবে এবং ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে]

নামাজের সুন্নাত সমূহ

১. দুই পায়ের মাঝে কমপক্ষে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাড়ানো।
২. তাকবিরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কানের লতি বরাবর উঠানো।
৩. ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তাহরীমাহ বাঁধা।
৪. ছানা পড়া।

৫. কেরাতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া।
৬. প্রত্যেক নামাজের প্রথম রাকাতে বিসমিল্লাহ পড়া।
৭. সূরা ফাতিহার পর আমীন বলা।
৮. তাহমীদ (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ..) পাঠ করা।
৯. তাকবীর বলা।
১০. রুকু ও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পড়া।
১১. রুকুতে দুই হাঁটু শক্ত করে ধরা।
১২. রুকুতে পিঠ,মাথাও কোমর এবং পায়ের গোছা ও উরু সমান রাখা।
১৩. সিজদায় পায়ের গোড়ালি খাড়া করে রাখা।
১৪. বসা অবস্থায় বাম পা বিছিয়ে দেওয়া ডান পা খাড়া রাখা।
১৫. শেষ বৈঠকে দুরূদ পড়া।
১৬. প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।

দলিল: (ত্বহাবী শরীফ:১/১১৪),তিরমিযী শরীফ

[**বি. দ্র.** নামাজের মধ্যে কোন সুন্নাত ছুটে গেলে সাওয়াব কম হয় তবে নামাজ পুনরায় পড়তে হয় না বা সাহু সেজদা দেয়া লাগে না।]

নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ

১. নামাজে অশুদ্ধ তেলাওয়াত পড়া।
২. নামাজের ভিতর কথা বলা।
৩. কোন লোককে সালাম দেয়া।
৪. সালামের উত্তর দেয়া।
৫. উহ! আহ শব্দ করা।
৬. বিনা ওজরে কাশি দেয়া।
৭. আমলে কাসীর করা।
৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা।
১০. মুক্তাদি ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা গ্রহন করা।
১১. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া।
১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।

IQRA ONLINE MADRASA

১৩. ক্বিবলার দিক হতে সিনা ঘূরে যাওয়া।
১৪. নামাজের কুরআন শরীফ দেখে পড়া।
১৫. নামাজে শব্দ করে হাসা।
১৬. নামাজে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থণা করা।
১৭. হাঁচির উত্তর দেয়া।
১৮. নামাজে খাওয়া ও পান করা।
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদী দাঁড়ানো। (মুক্তাদী ইমাম হতে এগিয়ে দাঁড়ানো।)

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ

কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হইবে।

(তিবরানী)

IQRA ORPHANAGE MADRASA

চতুর্থ অধ্যায়
হাদিসে বর্ণিত ফযিলতপুর্ণ কিছু নামাজ

তাহাজ্জুদ নামাজের ফযিলত

১.আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যাক্তি রাতের বেলা সিজদার মাধ্যমে অথবা দাড়িয়ে ইবাদাত করে, পরকালে আশঙ্কা রাখে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে এমনটি করে না? (সূরা আয-যুমার-৯)

২. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফরজ নামাজের পর সমস্ত নফল নামাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার নামাজ হলো গভীর রাত্রেরনামাজ। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ। (মুসলিম শরীফ : হাদীস নং১১৬৩)

৩. তোমাদের নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া উচিৎ,এটি তোমাদের পুর্ববর্তী নেককার লোকদের অভ্যাস। এই নামাজ তোমাদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌছে দিবে, ভুল-ত্রুটিগুলো মিটিয়ে দিবে,গুণাহ থেকে বাচিয়ে রাখবে এবং শরীর থেকে রোগ দুর করবে। (তিরমিযী: ৩৫৪৯)

৪.হযরত আবু মালেক আশআরী রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে এমন কিছু সুন্দর কামরা রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহিরে দেখা যায়। আর বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা সেগুলো ঐসব মানুষের জন্য তৈরী করেছেন যারা মেহমানদারী করে, বেশী বেশী সালাম দেয় এবং রাতে নামাজ পড়ে যখন অন্যরা ঘুমিয়ে থাকে। (সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীস নং ২৬২)

তাহাজ্জুদ নামাজের সময়

তাহাজ্জুদ অর্থ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া,রাত্রি জাগরণ করা ইত্যাদি। তবে ফকিহগণ বলেছেন, রাতের বেলা যেকোনো নফল নামাজই তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে, এর জন্য ঘুমানো শর্ত নয়,তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাহাজ্জুদ নামাজের উত্তম সময় হলো শেষ রাত।

ফায়দা : তাহাজ্জুদ নামাজের সময় দোয়া কবুল হয়। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা রাতের তৃতীয়াংশে প্রথম আসমানে এসে বলতে থাকেন, কে আছো আমার কাছে দোয়া করবে? আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছো আমার কাছে রিযিক চাইবে আমি তাকে রিযিক দিবো। এভাবে আল্লাহ তায়ালা ফজর পর্যন্ত ডেকে ডেকে বলতে থাকেন। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ৩৪৯৮)

সালাতুত্ তাসবীহ-এর ফযিলত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আপন চাচা হযরত আব্বাস রা. কে বললেন, হে আমার চাচা! আমি আপনাকে এমন একটি আমলের কথা বলবো যা আদায় করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের নতুন পুরাতন, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, ছোট বড়, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

সেই আমলটি হলো : ৪ রাকাত নামাজ সালাতুত তাসবীহের নিয়তে পড়বেন। যদি সম্ভব হয় প্রতিদিন বা সাপ্তাহে, মাসে, বৎসরে অথবা জীবনে একবার পড়বেন। (মেশকাত শরীফ : হাদীস নং ১৩২৮)

সালাতুত্ তাসবীহ পড়ার নিয়ম

এই নামাজ অন্যান্য নফল নামাজের মতই পড়তে হয়। তবে পার্থক্য শুধু এতে নিম্নোক্ত তাসবীহটি ৩০০ বার পড়তে হয়।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

নিয়ত : আমি সালাতুত তাসবীহের চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করছি اَللّٰهُ اَكْبَرْ।

এরপর ছানা পড়ে উক্ত দোয়া ১৫ বার পড়তে হবে।

তারপর আঅযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানো

তারপর রুকুতে যাওয়ার আগে ১০ বার পড়তে হবে।

তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীর পর ১০ বার,

অত:পর দাড়িয়ে ১০ বার।

অতঃপর সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীর পর ১০ বার পড়তে হবে।

এবং প্রথম সেজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়তে হবে।

আবার দ্বিতীয় সিজদার তাসবীর পর ১০ বার পড়তে হবে।

এই হলো মোট ৭৫ বার। এ নিয়মে আরো তিন রাকাত পড়তে হবে। আর দোয়া হবে মোট ৭৫×৪=৩০০ বার। (আহকামে জিন্দেগী:২৩১-২৩২)

ইশরাকের নামাজের ফযিলত

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত যিকির-আযকারে মশগুল থেকে দুই রাকাত ইশরাকের নামাজ আদায় করে তার আমল নামায় এক হজ্ব ও এক ওমরার সাওয়াব লিখে দেওয়া হয়। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ৫৮৬)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, ইশরাকের নামাজের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমাংশে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড় আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবো। (আবু দাউদ শরীফ : হাদীস নং ১২৯১)

চাশতের নামাজের ফযিলত

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে। তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আর ৪ রাকাত পড়লে তাকে ইবাদাতকারীদের দলভুক্ত করা হবে। ৬ রাকাত পড়লে ঐ দিন তার নফল ইবাদতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ৮ রাকাত পড়লে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি স্বর্ণের বালাখানা তৈরি করবেন। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ৪৭৩)

হযরহত আবু যর রা: হতে বর্ণিত, নবীকারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়া - গ্রন্থির উপর সদকা রয়েছে। অতএব,এর জন্য প্রত্যেক তাসবীহ সদকা হবে, প্রত্যেক তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা সদকা হবে,প্রত্যেক তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) বলা সদকা হবে।প্রত্যেকটি তাকবীর সদকা হবে।ভালো কাজের আদেশ করা সদকা হবে,মন্দ কাজ হতে নিষেধ সদকা হবে। আর এর প্রত্যেকটির জন্য চাশতের দুই রাকাত নামাজই যথেষ্ট হবে। (সহীহ মুসলিম: ৭২০)

চাশতের নামাজের সময়

আনুমানিক সূর্য্য উদয়ের দুইঘন্টা। পর থেকে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত।

আওয়াবীন নামাজের ফযিলত

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরীবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়বে যার মাঝে সে কোন (মন্দ) কথা বলবে না তার আমল নামায় ১২ বছর নফল ইবাদাত করার সাওয়াব দেওয়া হবে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা : হাদীস নং ২০৭)

উল্লেখ্য, আওয়াবীন নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে মাগরিবের ফরজের পর স্বতন্ত্রভাবে ৬ রাকাত পড়া উত্তম। তবে যদি কেউ খুব ব্যস্ততার দরুন সুন্নাতসহ ৬ রাকাত পড়ে তাহলেও আওয়াবীনের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

সালাতুল হাজত নামাজের ফযিলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট বান্দার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে (অথবা শারীরিক-মানসিক কোন পেরেশানী দেখা দিলে) উত্তমরূপে অযু করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও দুরূদ শরীফ পাঠ করে মনের আশা আল্লাহ তায়ালার দরবারে ব্যক্ত করবে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাজত পূর্ণ করবেন। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ৪৭৯)

❖ উল্লেখ্য, অযু করার পর যে কোন নফল বা সুন্নাত নামাজে তাহিয়্যাতুল অযু, সালাতুল হাজত বা দুখুলুল মসজিদ এর নিয়ত করা যায় এবং সাওয়াবের আশা করা যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আদায় করে নেয়া উত্তম।

ইস্তিখারার নামাজ

হযরত জাবের (রা:) বলেন, নবী করীম (সা:) আমাদেরকে এমনভাবে ইস্তিখারা শিখাতেন,যেভাবে শিখাতেন কুরআনের কোনো সূরা।নবী কারীম (সা:) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেনো দুই রাকাত (নফল) ইস্তেখারার নামাজ পড়ে।

অন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ হতে জানার ইচ্ছা করলে উত্তমরূপে অযু করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে এই দোয়া মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং যে স্থানে اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ বর্ণিত হয়েছে সেস্থানে اَلْاَمْرَ উচ্চারণ করার সময় নিজের উদ্দেশিত কাজটির কথা স্মরণ করবে। এভাবে তিন/পাঁচ/সাত দিন করলে আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো হলে মন ঐদিকে আকর্ষণ করবে আর মন্দ হলে অন্তরে খারাপ লাগবে। (বুখারী শরীফ : দুরূদ ১১৬৬)

ইস্তিখারার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَوَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۔ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْبِهٖ.

তওবার নামাজ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, কারো থেকে গুনাহ হওয়ার পর নবী কারীম (সা:) তাকে তাওবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, যে ব্যাক্তি কোনো গুণাহ করার পর উত্তমরুপে ওযু করে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে এবং মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার গুণাহ ক্ষমা করে দেন। (আবু দাউদ-১/২১২)

IQRA ONLINE MADRASA

জুম'আর দিনের বিশেষ ৭ টি আমল

যেগুলোর উপর আমল করলে প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল রোযা এবং এক বৎসরের নফল নামাজ পড়ার সাওয়াব হাসিল হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে গোসল করা।

১. উত্তম পোষাক পরিধান করা।
২. তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া।
৩. মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া।
৪. ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা।
৫. অহেতুক কথা-বার্তা কিংবা অন্য কিছু না করা।
৬. আত্তাহিয়্যাতুর সুরতে বসে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনা।
৭. মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা।

জুম'আর দিনের আরো কয়েকটি আমল

১. সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।
২. বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়া।
৩. শুক্রবার বাদ আসর নামাজের জায়গায় বসে আশি বার এই দুরূদ শরীফ পড়া।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

এই দুরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন আসরের নামাজের পর ঐ জায়গায় বসা অবস্থায় ৮০বার এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং ৮০ বছর নফল ইবাদাতেরসাওয়াব তার আমল নামায় লেখা হবে।

জুম'আর নামাজের ফযীলত

IQRA ONLINE MADRASA

১. মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ফেরেশতারা অগ্রগামীদের নাম তালিকাভুক্ত করেন।
২. দশ দিনের গুনাহ মাফ হয়।
৩. জুম'আর আদব রক্ষাকারীর দশ দিনের গুনাহ মুছে যায়।
৪. প্রতি কদমে কদমে এক বছরের নফল রোজারসাওয়াব অর্জিত হয়।
৫. দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হয়।

ঈদের নামাজ

ঈদ অর্থ খুশী। পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম (রোযা) সাধনার পর শাওয়ালের চাঁদের প্রথম তারিখে যে'ঈদ' হয়,তাকে ঈদুল ফিতর (অর্থাৎ রোযার ঈদ) বলে। এবং জিলহজ্ব চাঁদের ১০ তারিখে এক ঈদ। ইহাকে ঈদুল আযহা (অর্থাৎ কুরবানীর ঈদ)বলে।

জুমু'আর নামাজের মত উভয় ঈদের নামাজে দুইটি করে খোৎবা পড়তে হয়। (পার্থক্য শুধু এই যে, জুমু'আর নামাজের খোৎবা নামাজ আদায়ের পূর্বে এবং উহা ফরয। আর ঈদের নামাজের খোৎবা নামাজ আদায়ের পর এবং উহা সুন্নাত। অবশ্য উভয় নামাজের খোৎবাই শ্রবণ করা ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের নামাজের নিয়ত

আমি ঈদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীরের সহিত (মুক্তাদী হলে) এই ইমামের পিছনে আদায় করছি।

ঈদুল আযহার নামাজের নিয়ত

আমি ঈদুল আযহার দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীরের সহিত (মুক্তাদী হলে) এই ইমামের পিছনে আদায় করছি।

ঈদের নামাজের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

ইদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীর ৬ টি। প্রথম রাকাতে ছানার পর তিনটি এবং ২য় রাকাতের পর রুকুর পূর্বে তিনটি-এ ছয়টি দেওয়া আবশ্যক। (আবু দাউদ শরীফ,হাদিস নং-১১৫০, মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা ২/৭৮, ত্বহাবী শরীফ ২/৩৭১)

প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পাঠ করাতিন তাকবীর বলতে হয়। প্রথম তাকবীরের সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত ছেড়ে দিবে। দ্বিতীয় তাকবীরের সময়ও অনুরূপ করবে। তৃতীয় তাকবীরের সময় হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে নিবে।

প্রথম রাকাতের যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করে দ্বিতীয় রাকাতে দাড়িয়ে কেরাত শেষ করার পর রুকুর পূর্বে তিন তাকবীর বলবে। এসময় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে উভয় হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে চলেযাবে। দ্বিতীয় রাকাত শেষ হওয়ার পর (সালাম ফেরানোর পর) ইমাম সাহেব মিম্বরে উঠে খোৎবা পাঠ করবেন। খোৎবা শোনা ওয়াজিব। খোৎবা শেষ হলে ঈদগাহ হতে বিদায় নিবে।

খোৎবা পড়াকালীন সময়ে কথা বলা, হাটা চলা বা ঘোরাফেরা করা জায়েয নাই।

উল্লেখ্য, কোন ঈদের নামাজে আযান বা ইকামত নাই

বি. দ্র. ঈদুল আযহার সময় উঁচু আওয়াজে তাকবীরে তাশরীক বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে। কিন্তু ঈদুল ফিতরের সময় তাকবীরে তাশরীক মনে মনে পড়তে হবে। এটা সুন্নাত।

তাকবীরে তাশরীক

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

ইদের দিনের পালনীয় সুন্নত সমুহ:

১. অন্যদিনের তুলনায় সকাল - সকাল ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া।
২. মিসওয়াক করা।
৩. গোসল করা।
৪. শরীয়তসম্মত সাজ-সজ্জা করা।
৫. সামর্থ্য অনুপাতে উত্তম পোষাক পরিধানকরা।
৬. সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৭. সকাল-সকাল ইদগাহে যাওয়া।
৮. ইদের নামাজের পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা।
৯. ইদের নামাজ ইদগাহে আদায় করা উত্তম।
১০. এক রাস্তা দিয়ে ইদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নত।
১১. ইদুল ফিতরের দিনে ইদগাহে যাওয়ার আগে মিষ্টিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা তবে ইদুল আযহারের দিনে ইদগাহে যাওয়ার আগে কিছু না খেয়ে বরং ইদের নামাজের পর কুরবানীর গোস্ত আহার করা উত্তম।

কুরবানীর দোয়া

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَاِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ اللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰاةُ وَالسَّلَامُ.

ছুরি (জবাই করার অস্ত্র) হাতে নিয়ে উপরোক্ত দোয়াটির 'মিনাল মুসলিমীন' পর্যন্ত পাঠ করা যাদের পক্ষ হতে কুরবানী করা হচ্ছে তাদের নাম স্মরণ করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে বলতে যবাই করবে (ছুরি চালাবে)। জবাই শেষ করে সাথে সাথে আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল থেকে দোয়া শেষ পর্যন্ত পড়বে।

আকীকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِيْ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ. اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَاِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ اللهُ اَكْبَر.

IQRA ONLINE MADRASA

আকীকা

সন্তান জন্মের পর আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে সপ্তম দিনে পশু জবাই করাকে আকিকা বলে। আকিকা করা মুস্তাহাব। হাদিস শরীফে এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। (মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং-৭৯৬১)

ছেলেদের জন্য দু'টি ছাগল, অথবা তার ন্যায় অন্য কোনো প্রাণী অথবা গরু, মহিষের সাত ভাগের দুই ভাগ। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটি ছাগল জাতীয় প্রাণী কিংবা গরু, মহিষের এক ভাগ আল্লাহর নামে যবাই করতে হয়। আকীকা করা সুন্নাত। আকীকা ও কুরবানীর গোশত সবাই খেতে পারবে। (মুসতাদরাকে হাকিম-৭৬৬৯)

জানাযার নামাজ

জানাযার নামাজ ফরযে কিফায়া। আদায় না করলে গ্রামের সবাই গুনাহগার হবে। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক নামাজ আদায় করলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। তাতে অনুপস্থিত গ্রামবাসী আর গুনাহগার হবে না।

জানাযার নামাজের ফযিলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন জানাযায় হাজির হয়ে জানাযার নামাজ পড়ল তার জন্য রয়েছে এক কিরাত সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত উপস্থিত থাকল তার জন্য রয়েছে দুই কিরাত সাওয়াব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কিরাত কী? তিনি উত্তরে বললেন, দুটি বড় বড় পাহাড় (পরিমান সাওয়াব)। (বুখারী হাদিস নং-১৩২৫)

IQRA ONLINE MADRASA

মৃত্যুর পর সুন্নাত কাজসমুহ

১. মৃতের চোখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেওয়া।
২. কাপড় দিয়ে চোয়াল বেধে দেওয়া।
৩. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সোজা করে দেওয়া।
৪. মৃতের প্রতি বদদোয়া না করা।
৫. এই সময়ে বিলাপ ও উচ্চ আওয়াজে ক্রন্দন থেকে বিরত থাকা।

জানাযার নামাজে দুইটি কাজ ফরয

১. চারবার আল্লাহু আকবার বলা।
২. দাঁড়াইয়া জানাযার নামাজ পড়া।

জানাযার নামাজে তিনটি কাজ সুন্নাত

১. প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া।
২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ পড়া।
৩. তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়্যেতের জন্য দোয়া করা।

জানাযার নামাজ আদায় করার নিয়ম

মাইয়েতকে সামনে রেখে ইমাম তার সীনা (বক্ষ) বরাবর দাঁড়াবে এবং সবাই এভাবে নিয়ত করবে– আমি আল্লাহর জন্য এই মাইয়্যেতের দোয়ার উদ্দেশ্যে জানাযার ফরযে কিফায়া নামাজ আদায় করছি।তারপর আল্লাহু আকবার বলে নামাজের ন্যায় হাত বাঁধবে। অতঃপর ছানা পড়বে।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

তারপর পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।
(নামাজের দুরূদ শরীফ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ـ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ـ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অতঃপর পুনরায় তৃতীয় তাকবীর বলে এই দোয়া পড়বে।

প্রাপ্ত বয়স্ক নারী/পুরুষের জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ.

অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে আস-সালামু আলাইকুম বলে নামাজ শেষ করবে।

মাইয়্যেত নাবালেগ ছেলে হলে এই দোয়া পড়বে। (তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়ার স্থলে)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا.

আর যদি মাইয়্যেত নাবালিগা মেয়ে হয়, তখন এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً.

বি. দ্র. জানাযার নামাজে প্রথম তাকবীর ব্যতীত আর কোন তাকবীরে হাত উঠাবে না।

মাইয়্যেতের দাফন

জানাযার নামাজ শেষ করার পর মাইয়্যেতকে যথাসম্ভব দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা করবে, দাফন করা ফরজে কিফায়া।

দাফনের নিয়ম

কবরের পশ্চিমে খাট রেখে কবরের ভিতর প্রয়োজনমত ২/৩জন নেমে পশ্চিমমূখী হয়ে মাইয়্যেতকে হাতে করে কবরে রাখবে এবং কবরে নামানোর সময় মাইয়্যেতকে পশ্চিমমূখী করে ডান পার্শ্বের উপর শোয়াবে। ইহা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। মাইয়্যেতকে যারা কবরে রাখবে, তারা রাখার সময় নিম্নের দোয়াটি পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

যে পরিমাণ মাটি কবর হতে উঠানো হয়েছে, তাই কবরে ঢালবে। অতিরিক্ত মাটি ঢালবে না এবং কবরকে অর্ধহাতের বা এক বিঘতের বেশী উঁচু করবে না। কবরকে পাকা করা, তাহার উপর ঘর তৈরী করা, কিংবা কবরের উপর পর্দা বা মশারী টাঙ্গানো বা বাতি জ্বালানো নাজায়েয। তবে হেফাজত ও নিশানার জন্য পাথর খণ্ড ইত্যাদিতে কিছু লেখা ও চারদিকে বেষ্টনি দেওয়া জায়েয আছে।

পঞ্চম অধ্যায়
কুরআন হাদীস থেকে ফরজনামাজেরপর সংগৃহীত কতিপয় সূরা ও দোয়া ও জরুরী আমল

আমলি সূরাসমুহ

সূরা ইয়াসীনের ফযিলত

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا قِرَءَةَ الْقُرْآنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ. (ترمذي ٣٦٨)

১. হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "প্রত্যেক জিনিসের একটি দিল রয়েছে, আর কুরআনের দিল হল- সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরাটি একবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ১০ খতম কুরআন তেলাওয়াত করার সাওয়াব দান করবেন। (তিরমিযি, হাদীস নং : ৩৬৮, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৪৪)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথমে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হবে। (মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৭৩)

৩. হযরত আবু যর রা. বর্ণনা করেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে তার মৃত্যু সহজ হবে। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন)

সূরা ওয়াক্বেয়াহ-র ফযিলত

❖ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا.

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়াহ পাঠ করবে সে কখনও উপবাস থাকবে না। (বাইহাকি : শুআবুল ঈমান : হাদীস নং ২৪৯৮, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৭৭))

❖ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সূরা ওয়াকিয়াহ তেলাওয়াত কর এবং তোমাদের সন্তান সন্ততিকে তা শেখাও। এটি হলো সূরাতুল গিনা তথা প্রাচুর্যের সূরা। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তা পাঠ করবে সে কখনো অভাবে পতিত হবে না। (তাফসীরে রুহুল মাআনী- ১১৮)

সূরা মুলক

❖ হযরত আবু হুরায়রাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, কুরআনে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা আপন পাঠকারীর জন্য মাগফিরাতের সুপারিশ করে। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর সেটি হচ্ছে সূরা মুল্‌ক। (তিরমিযী ২/১১৭, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৪৯)

❖ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, সূরা মুল্‌ক কবর আযাব থেকে নাজাত দেয়। (তিরমিযী ২/১১৭)

❖ হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সা. সূরা মুল্‌কের নামকরণ করেছেন "সূরা মুনজিয়া" তথা কবর আযাব থেকে মুক্তিদানকারী সূরা। (দুররে মানসুর ৮/২৩১)

❖ হযরত জাবের রা: বলেন, রাসূল সা: সূরা মুলক না পড়ে নিদ্রায় যেতেন না। মেশকাত,হাদিস নং-২০৫১)

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা আর রাহমানের ফযিলত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি সৌন্দর্য্য রয়েছে, যার কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়। আর কুরআনুল কারীমের সৌন্দর্য্য হল সূরা আর রাহমান। (মেশকাত, হাদিস নং-২০৭৬)

যে ব্যক্তি সূরাটি নিয়মিত পাঠ করবে কেয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত হবে এবং সে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই সূরা পাঠকারীর মন সদা সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। দুশ্চিন্তা তাকে কখনো গ্রাস করতে পারে না। এ সূরা তেলাওয়াতের বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাকে বড় বড় রোগ ও শত্রু থেকে রক্ষা করেন এবং তার সকল প্রকার দোআ আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। (তাফসীরে জালালাইন-৩১৬)

সূরা নাবার ফযিলত

হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা নাবা পড়ে, কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে শীতল শরবত {হাউজে কাউছারের পানি} পান করাবেন। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ ৪/৫২৯)

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা কাহাফের ফযিলত

- ❖ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যাক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে,তার (ইমানের) নূর এই জুমা হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত চমকাতে থাকবে। (মিশকাত শরীফ,হাদিস নং-২০৭১)
- ❖ হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক সূরার সন্ধান দিব ? যার মাহাত্ম আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেয় এবং যার লেখককেও সেই পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি জুমআর দিন সেই সূরা পড়ে, তার সেই জুমআ হতে আরেক জুমআ পর্যন্ত ৭দিন ও

আরো অতিরিক্ত ৩দিন সহ মোট ১০দিনের গোনাহ মোচন করে দেয়া হয়। (কান্‌যুল উম্মাল ১/২৮৬)

❖ হযরত আবু দারদা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত তিলাওয়াত করবে মহান আল্লাহ তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাযত করবেন। (সহীহ মুসলিম ১/২৮৬, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০২৪)

পবিত্র কুরআন হাদীস থেকে সংগৃহীত দোয়া সমূহ

১. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময়। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী! (মেশকাত)

২. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْكُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব থেকে হেফাজত করুন।

৩. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনিই একমাত্র গুনাহ মার্জনা করেন।

٤. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْوَارْحَمْنِيْوَاهْدِنِيْوَعَافِنِيْوَارْزُقْنِيْ.

অর্থ: হে আল্লাহ আমাকে আপনি ক্ষমা করুন,আমাকে রহম দান করুন,আমাকে হেদায়াত দান করুন,আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।

৫. اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে হারাম জিনিস থেকে আপনার হালাল জিনিস দিয়ে রক্ষা করুন এবং আপনি ছাড়া অন্যদের থেকে আপনার অনুগ্রহে আমাকে সমৃদ্ধ করুন।

৬. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

অর্থ: হে আল্লাহ, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্মকে সমর্থন করে তাদের সমর্থন করুন, আল্লাহর প্রার্থনা ও শান্তি তার উপর বর্ষিত হোক, এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, এবং যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্মকে পরিত্যাগ করে তাদের পরিত্যাগ করুন, আল্লাহর রহমত ও শান্তি তার উপর বর্ষিত হোক, আমাদের তাদের মতো বানাবেন না।

৭. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيْنَا وَلِاَزْوَاجِنَا وَلِاَسَاتِذَتِنَا وَلِشَيْخِنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমাদের পিতামাতাকে, আমদের স্বামীদের, আমাদের শিক্ষকদের, আমাদরে শায়খদের, এবং সমস্থ মুসলিম নর-নারী মুমিনদের কে রহম করুন। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তার সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের উপর, এবং তার সমস্থ সঙ্গী।

৮. رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيْزَانِ.

অর্থ: আমাদের পালনকর্তা, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতে কল্যাণ দিন, আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন,

আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন, আমাদেরকে পুনরুত্থানের আযাব থেকে রক্ষা করুন, আমাদের মিজানের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

৯. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে বৃথা সৃষ্টি কনরেননি, আপনি পবিত্র, সুতরাং, আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

১০. رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا.

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, প্রভুর প্রতিঈমান আনো, আমরা ঈমান আনবো।

১১. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ.

অর্থ: আমাদের পালনকর্তা, আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন এবং আমাদের সৎলোকদের সাথে মৃত্যু দিন।

১২. رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, আপনি যদি ক্ষমা না করেন এবং আমদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১৩. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরকে বিচ্যুত হতে দিবেন না, আপনার কাছ থেকে আমাদের রহমত দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি দাতা।

১৪. رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصَالِحِيْنَ. رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ.

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আমার রব, আমাকে তোমার নিজের কাছ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন, তুমি উত্তম শ্রবণকারী।

১৫. رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا. رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ.

অর্থ: হে প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। হে আমার প্রভু,এটাকে সহজ করে দিন এবং কঠিন করবেন না, ভালোভাবে সম্পন্ন করুন।

اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর। অল্প আমলই তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হইবে। (তারগীব)

IQRA
ONLINE MADRASA

ফজর ও মাগরীবের নামাজের পর গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমল

আমল ১ : আয়াতুল কুরসী

ফযিলত : হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক শুধু মৃত্যু। অর্থাৎ সে মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (নাসায়ী শরীফ-২৫৩৪)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝

IQRA ONLINE MADRASA

আমল ২ : সূরা হাশর

ফযিলত :হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ পড়ার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে। যদি ঐ দিন আমলকারী ব্যক্তি মারা যায় তবে তার শহীদী মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে সে অনুরুপ সম্মানের অধিকারী হবে। (তিরমিযী শরীফ-২৯২২)

আমল-৩

সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার (গুনাহ মাফের শ্রেষ্ঠ দোয়া)

ফযিলত : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দিনের শুরুতে ও রাত্রের শুরুতে এই দোয়া পাঠ করবে সে ঐ দিন মৃত্যু বরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী শরীফ)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার অঙ্গিকারের উপর স্থির আছি এবং তোমার প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থাভাজন আছি যতদুর আমি সক্ষম। আর তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি আমি যেসব খারাপ কাজ করেছি তার অনিষ্ট হতে। আর তোমার নিকট স্বীকার করছি যেসব নেয়ামত আমাকে দান করেছ এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ ক্ষমা করার দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

ONLINE MADRASA

আমল-৪ : জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া

ফযিলত : হযরত হারিস ইবনে মুসলিম রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরীবের পর কারো সাথে কথাবার্তা বলার আগে এই দোয়া ৭ বার পড়বে সে ব্যক্তি যদি ঐ রাত বা দিন মারা যায় তাহলে সে জাহান্নাম হতে নাজাত পাবে। (আবু দাউদ শরীফ-৫০৭৯)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।

আমল-৫ : জান্নাত লাভের দোয়া

ফযিলত : হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধা তিনবার করে এই দোয়া পড়বে আল্লাহ তা'আলার উপর অবধারিত হবে কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাত দানের মাধ্যমে খুশি করা। (তিরমিযী শরীফ-৩৩৮৯)

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا.

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরীবের পর এ দোয়া ৮ বার পাঠ করবে তার জন্য জাহান্নামের ৮টি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اَسْأَلُ اللهَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ

বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার এই দোয়া পাঠ করবে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আকস্মিক কোন বিপদ তাকে স্পর্শ করবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : আমি ঐ আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যার নাম নিয়ে শুরু করলে আসমান জমীনের কোন বস্তুই অনিষ্ট করতে পারবে না। তিনি সকল কিছুর শ্রবনকারী ও মহাজ্ঞানী।

IQRA ONLINE MADRASA

তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত

১. আওলিয়ায়ে কেরাম থেকে এ কথা জানা যায় যে, যে ব্যক্তি পরম ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে তেত্রিশ আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সকল সৎ উদ্দেশ্য সফল করে দিবেন এবং সে আল্লাহর নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ কাল যাপন করতে পারবে। পাশাপাশি তার উপর সর্বদাই আল্লাহর রহমতের ধারা তার উপর বর্ষিত হতে থাকবে।

২. যে ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এ আয়াতসমূহ পাঠ করবে, আল্লাহ তার রূজি রোজগারে অত্যাধিক বরকত দান করবেন। সে সকলের নিকট মান-সম্মান লাভ করবে। সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে তার উপদেশ শ্রবণ করবে এবং তদানুযায়ী আমল করবে।

৩. যে ব্যক্তি তেত্রিশ আয়াত নিয়মিতভাবে পাঠ করবে তার সকল নেক মাকছুদ পূর্ণ হবে। নিরাপদে জীবন-যাপন করতে পারবে ও সর্বদা মহান আল্লাহর রহমতের মাঝে থাকবে। এবং তাবীজ বানিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের গলায় বেঁধে দিলে সর্বপ্রকার বালা-মুছিবত হতে হিফাজতে থাকবে।

বি. দ্র. কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সর্বমোট ৩২ আয়াত ও 'বিসমিল্লাহ' শরীফ ১ আয়াত। সর্বমোট ৩৩ আয়াত।

IQRA ONLINE MADRASA

সূরা বাকারার	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	প্রথম ৫ আয়াত
الٓمّٓ ۚ(١) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ(٢) الَّذِيْنَ		
يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ(٣)		
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ		
يُوْقِنُوْنَ ؕ(٤) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ(٥)		

সূরা বাকারার	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	২৫৫ থেকে ২৫৭ আয়াত
اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَىُّ الۡقَيُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا		
فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا		
بِاِذۡنِهٖ ؕ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا يُحِيۡطُوۡنَ		
بِشَىۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ		
وَلَا يَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِىُّ الۡعَظِيۡمُ (٢٥٥) لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى		
الدِّيۡنِ ۙ قَدۡ تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ		
وَيُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى ۗ لَا انۡفِصَامَ لَهَا ؕ		
وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ (٢٥٦) اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ۙ يُخۡرِجُهُمۡ		
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ؕ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَوۡلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوۡتُ		
يُخۡرِجُوۡنَهُمۡ مِّنَ النُّوۡرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ		
هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ۚ (٢٥٧)		
সূরা তাওবার	**بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ**	**১২৮ থেকে ১২৯ আয়াত**
لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ عَزِيۡزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيۡصٌ		
عَلَيۡكُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ (١٢٨) فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِىَ		
اللّٰهُ ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَهُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡمِ (١٢٩)		

সূরা সাফফাতের	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	১ থেকে ১১ নং আয়াত
وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا (١) فَالزّٰجِرٰتِ زَجۡرًا (٢) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكۡرًا (٣) اِنَّ		
اِلٰهَكُمۡ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ		
الۡمَشَارِقِ (٥) اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِزِيۡنَةِ ِۨالۡكَوَاكِبِ (٦)		
وَحِفۡظًا مِّنۡ كُلِّ شَيۡطٰنٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُوۡنَ اِلَى الۡمَلَاِ الۡاَعۡلٰى		
وَيُقۡذَفُوۡنَ مِنۡ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُوۡرًا وَّلَهُمۡ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (٩)		
اِلَّا مَنۡ خَطِفَ الۡخَطۡفَةَ فَاَتۡبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسۡتَفۡتِهِمۡ		
اَهُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمۡ مَّنۡ خَلَقۡنَا ؕ اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّنۡ طِيۡنٍ لَّازِبٍ (١١)		
সূরা আর-রহমানের	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	৩৩ থেকে ৩৫ আয়াত
يٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ		
السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ فَانۡفُذُوۡا ؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍ (٣٣)		
فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٤) يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ		
وَنُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ (٣٥)		
সূরা হাশরের	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	২১ থেকে ২৪ নং আয়াত
لَوۡ اَنۡزَلۡنَا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيۡتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ		

IQRA ISLAMIC MADRASA

خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ (٢١) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٣) هُوَ اللّٰهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۚ (٢٤)

সূরা জীন-এর	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	প্রথম থেকে ৪ আয়াত

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا
عَجَبًا (١) يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا (٢)
وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا (٣)
وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا (٤)

দুরূদে শিফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَّبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাহার বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল কর এত পরিমান যা মানুষের রোগ, ঔষধ ও আরোগ্য লাভের পরিমান হয়!!

দুরূদে নারীয়ার ফায়দা

দুরারোগ্য ব্যাধি, বালা-মুছিবত, চাকুরী লাভে, ব্যবসার উন্নতি ও যে কোন আশা পূরণের জন্য ৪৪৪৪ বার পাঠ করলে নিশ্চয়ই সফল হবে। ইনশাআল্লাহ

দুরূদে নারীয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَآمًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ ـ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمَ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَمُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

আয়াতে শিফা

ফযিলত : আওলিয়া কেরামের আমল থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতসমূহ কোন জটিল বা কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য পাঠ করে পানি পান করালে সে অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ!

١. وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ.

٢. وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ.

٣. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

٤. يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

٥. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ.

৬. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.

অর্থ :

১. এবং তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহকে আরোগ্য দান করবেন।
২. আর অন্তর সমূহে যাহা কিছু রোগ হয়, তাহার জন্য আরোগ্য।
৩. এবং আমি কোরআন শরীফে এমন কতগুলো জিনিস অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শিফা এবং রহমত স্বরূপ।
৪. আর আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।
৫. হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, কোরআন শরীফ মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক এবং শিফা স্বরূপ।

প্রতিদিনের দোয়া

১. ঘুমানোর সময় দোয়া - اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নামে নিদ্রায় যাচ্ছি এবং জাগ্রত হচ্ছি।

২. ঘুম থেকে জেগে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে নিদ্রা দেওয়ার পর আবার জাগ্রত করেছেন এবং তাহার দিকে (কেয়ামতের দিন) কবর হইতে জীবিত হয়ে উঠে যেতে হবে।

৩. বাথরুমে যাওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, নাপাকি ও অনিষ্টকারী শয়তান হইতে। (আমাকে রক্ষা কর)

৪. বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذٰى وَعَافَانِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমার কষ্টদায়ক বস্তুকে আমার নিকট হইতে দূরীভূত করেছেন এবং আমাকে সূখ দান করেছেন।

৫. অজু শুরুর দোয়া - بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ: আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৬. অজুর শেষের দোয়া

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক এবং তাহার কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মোহাম্মদ সা. আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসূল।

৭. মসজিদে প্রবেশের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার দয়ার সমস্ত দরজগুলি খুলে দিন।

৮. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।

৯. ঘরে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَالْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট উত্তর প্রবেশ স্থান ও উত্তম বের হওয়ার জায়গা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তায়ালার নামে প্রবেশ করছি ও আল্লাহর নামে বের হচ্ছি এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা স্থাপন করছি।

IQRA ONLINE MADRASA

১০. ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি) আল্লাাহ তায়ালার উপর ভরসা করছি। পাপ থেকে ফেরার সামর্থ ও সৎ কাজ করার শক্তি দানকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই।

১১. খাওয়ার শুরুতে দোয়া

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ بَرِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রুজিতে বরকত দাও ও দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

১২. খাওয়ার শেষে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

সমস্ত প্রসংশা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।

১৩. আযান শেষে দোয়া-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই পনিপূর্ণ আহ্বানের এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু। মোহাম্মদ সা. কে উসিলা নামক খোদার নৈকট্য লাভের উচ্চ আসন ও বুযুর্গি দান করুন এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সুপারিশের প্রশংসনীয় স্থানে তাকে স্থান দান করুন।

১৪. যানবাহনে আরোহন কালে দোয়া-

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنِيْنَ * وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُوْنَ.

অর্থ : পবিত্রতা বর্ণনা করছি খোদা তায়ালার, যিনি ইহা আমাদের অধিনস্থ করেছেন, অথচ তাহাকে আদেশ মান্যকারী বানানো আমাদের জন্য দুষ্কর ছিল। অবশ্যই আমাদের আপন প্রভুর নিকট ফিরে যেতে হবে।

১৫. হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবে, অপর মুসলমান তা শুনলে বলবে–

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

১৬. নতুন চাঁদ দেখলে-দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই চন্দ্র দেখান নিরাপত্তা ও ঈমানের সহিত, শান্তি ও ইসলামের সহিত। আপনার সন্তুষ্টি ও পছন্দের তাওফিকের সহিত। হে চন্দ্র! আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ তায়ালাই।

ফরজ নামাজের পর : سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ইস্তেগফার ও দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।

শয়নকালে জিকির : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতে ফু দিয়ে শরীর মুছে দেয়া। এভাবে তিন বার করা। সম্ভব হলে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত পড়ে কয়েকবার ইস্তেগফার ও দুরূদ শরীফ পাঠ করা।

অবসর সময়ে : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১০০ বার, ইস্তেগফার ১০০ বার, দুরূদ শরীফ ১০০ বার।

IQRA ONLINE MADRASA

খতমে আম্বিয়া

ফায়দা : যদি কোন ব্যক্তি কারো শিফার উদ্দেশ্যে অথবা বিপদ আপদ থেকে মুক্তির জন্য لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এই কালিমা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করে তাহলে আশা করা যায় উত্তম ফল পাওয়া যাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এ কালিমা পড়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

খতমে আম্বিয়া পড়ার নিয়ম

অজু অবস্থায় আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জুহ হয়ে মনোযোগের সাথে প্রথমে কয়েকবার ইস্তিগফার ও দুরূদ শরীফ পাঠ করে শুরু করা।

খতমে ইউনুস

ফায়দা : যখন কোনো মানুষের উপর অথবা দেশের উপর কঠিন বালা মুছিবত অবতীর্ণ হয় তখন এ আয়াত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করলে উত্তম ফলাফল পাওয়া যায়।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

প্রতি ১০০ বার পড়ার পর একবার নিম্নের দোয়া পড়তে হয়।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

খতমে খাজেগান

ফায়দা : কঠিন কোনো বিপদ আপদ হতে মুক্তি লাভ এবং নেক মাকছাদ পূর্ণ হওয়ার জন্য এ খতম অনেক ফায়দাজনক।

খতমে খাজেগান পড়ার নিয়ম

IQRA ONLINE MADRASA

প্রথমে ইসতিগফার ১১ বার

اسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوْبُ إِلَيْهِ

তারপর সূরা ফাতিহা কয়েকবার। দরুদ শরীফ কয়েক বার। সূরা আলাম নাশরাহ কয়েকবার, সূরা ইখলাস কয়েকবার, পুনরায় সূরা ফাতিহা ও দরুদ শরীফ। অতঃপর নিম্নের প্রতিটি দোয়া ১০০ বার করে পাঠ করবে।

- ❖ فَسَهِّلْ يَا إِلٰهِي كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهِلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيزُ
- ❖ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ
- ❖ يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ

- ❖ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ
- ❖ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ
- ❖ يَا حَلَّالَ الْمُشْكِلَاتِ
- ❖ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ
- ❖ يَا شَافِعَ الْأَمْرَاضِ
- ❖ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ
- ❖ يَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ
- ❖ يَا غَوْثُ اَغِثْنِيْ وَاَمْدِدْنِيْ
- ❖ رَبِّ اِنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ
- ❖ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
- ❖ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ
- ❖ فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ
- ❖ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

IQRA ONLINE MADRASA

অতঃপর কাযায়ে হাজতকে সামনে রেখে দোয়া করবে। ইনশা আল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা দোয়া কবুল করবেন।

আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

(مشكوة)

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা রা. হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম আছে, যে উহা মুখস্থ করিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য (উপাসনার উপযুক্ত) নাই।

১	اَلرَّحْمٰنُ	পরম করুণাময়	২৬	اَلسَّمِيْعُ	সর্ব শ্রবণকারী
২	اَلرَّحِيْمُ	পরম দয়াময়	২৭	اَلْبَصِيْرُ	সর্বদর্শী
৩	اَلْمَلِكُ	প্রকৃত বাদশাহ	২৮	اَلْحَكَمُ	মহা বিচারক
৪	اَلْقُدُّوْسُ	অতি পবিত্র	২৯	اَلْعَدْلُ	ন্যায় বিচারক
৫	اَلسَّلَامُ	শান্তিময়	৩০	اَللَّطِيْفُ	মেহেরবান
৬	اَلْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তা দানকারী	৩১	اَلْخَبِيْرُ	সর্বজ্ঞাত
৭	اَلْمُهَيْمِنُ	রক্ষণাবেক্ষণকারী	৩২	اَلْحَلِيْمُ	পরম সহিষ্ণু
৮	اَلْعَزِيْزُ	পরাক্রমশালী	৩৩	اَلْعَظِيْمُ	অতি মহান
৯	اَلْجَبَّارُ	মহাক্ষমতাশালী	৩৪	اَلْغَفُوْرُ	অতি ক্ষমাশীল

১০	اَلْمُتَكَبِّرُ	সর্বাপেক্ষা মহান	৩৫	اَلشَّكُوْرُ	কৃতজ্ঞতাপ্রিয়
১১	اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা	৩৬	اَلْعَلِيُّ	মহা উন্নত
১২	اَلْبَارِئُ	সৃজনকারী	৩৭	اَلْكَبِيْرُ	সর্বশ্রেষ্ঠ
১৩	اَلْمُصَوِّرُ	আকৃতি গঠনকারী	৩৮	اَلْحَفِيْظُ	রক্ষাকারী
১৪	اَلْغَفَّارُ	পরম ক্ষমাশীল	৩৯	اَلْمُقِيْتُ	অন্নদাতা
১৫	اَلْقَهَّارُ	মহাপ্রভাবশালী	৪০	اَلْحَسِيْبُ	হিসাব গ্রহণকারী
১৬	اَلْوَهَّابُ	মহাপুরস্কারদাতা	৪১	اَلْجَلِيْلُ	মহিমান্বিত
১৭	اَلرَّزَّاقُ	জীবিকাদাতা	৪২	اَلْكَرِيْمُ	অত্যন্ত সম্মানী ও দানশীল
১৮	اَلْفَتَّاحُ	বিজয় দানকারী	৪৩	اَلرَّقِيْبُ	তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদানকারী
১৯	اَلْعَلِيْمُ	মহাজ্ঞানী	৪৪	اَلْمُجِيْبُ	কবুলকারী
২০	اَلْقَابِضُ	আয়ত্তকারী	৪৫	اَلْوَاسِعُ	সর্বব্যপী
২১	اَلْبَاسِطُ	প্রশস্তকারী	৪৬	اَلْحَكِيْمُ	মহাকুশলী
২২	اَلْخَافِضُ	অবনতকারী	৪৭	اَلْوَدُوْدُ	প্রেমময় সত্তা
২৩	اَلرَّافِعُ	উন্নতি দানকারী	৪৮	اَلْمَجِيْدُ	মহিমাময়
২৪	اَلْمُعِزُّ	সম্মান দানকারী	৪৯	اَلْبَاعِثُ	পুনরুত্থানকারী
২৫	اَلْمُذِلُّ	অপমানদানকারী	৫০	اَلشَّهِيْدُ	সর্বদা বিদ্যমান
৫১	اَلْحَقُّ	সত্য সনাতন	৭৬	اَلْبَاطِنُ	অপ্রকাশ্য
৫২	اَلْوَكِيْلُ	কর্ম বিধায়ক	৭৭	اَلْوَالِيْ	কর্মবিধায়ক
৫৩	اَلْقَوِيُّ	মহা শক্তিমান	৭৮	اَلْمُتَعَالِيْ	মহাউন্নত
৫৪	اَلْمَتِيْنُ	পরাক্রান্ত সত্তা	৭৯	اَلْبَرُّ	মঙ্গলদাতা

IQRA ONLINE MADRASA

৫৫	الْوَلِـيُّ	পৃষ্ঠপোষক/ প্রকৃত বন্ধু	৮০	التَّوَّابُ	তাওবা কবুলকারী
৫৬	الْحَمِيْدُ	প্রশংসিত	৮১	الْمُنْتَقِمُ	প্রতিশোধ গ্রহণকারী
৫৭	الْمُحْصِيْ	সর্বজ্ঞানী	৮২	الْعَفُوُّ	ক্ষমাকারী
৫৮	الْمُبْدِئُ	সৃষ্টির সূচনাকারী	৮৩	اَلرَّؤُوْفُ	পরম সদয়
৫৯	اَلْمُعِيْدُ	পুনর্জীবনদাতা	৮৪	مَالِكُ الْمُلْكِ	সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক
৬০	الْمُحْيِيْ	জীবনদাতা	৮৫	ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَام	মহত্বের অধিকারী
৬১	الْمُمِيْتُ	মৃত্যুদাতা	৮৬	اَلْمُقْسِطُ	ন্যায় বিচারকারী
৬২	الْحَيُّ	চিরঞ্জীব	৮৭	الْجَامِعُ	একত্রকারী
৬৩	الْقَيُّوْمُ	চিরস্থায়ী	৮৮	الْغَنِيُّ	ঐশ্বর্যশালী
৬৪	الْوَاجِدُ	ধনী	৮৯	الْمُغْنِيْ	ঐশ্বর্যদানকারী
৬৫	اَ لْمَاجِدُ	গৌরবান্বিত	৯০	الْمَانِعُ	নির্ধনকারী
৬৬	الْوَاحِدُ	একক সত্তা	৯১	اَلضَّارُّ	অনিষ্টদানকারী
৬৭	الْأَحَدُ	নিজ গুণে অনন্য	৯২	النَّافِعُ	উপকারদাতা
৬৮	الصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী	৯৩	النُّوْرُ	জ্যোতি
৬৯	الْقادِرُ	ক্ষমতাধর	৯৪	الْهَادِيْ	হিদায়াত দানকারী
৭০	الْمُقْتَدِرُ	ক্ষমতার অধিকারী	৯৫	الْبَدِيْعُ	বিনানুকরণে, সৃষ্টিকর্তা
৭১	اَلْمُقَدِّمُ	উন্নতিদাতা	৯৬	اَ لْبَاقِيْ	চির বিরাজমান

IQRA ONLINE MADRASA

৭২	الْمُؤَخِّرُ	অবনতিদাতা	৯৭	الْوَارِثُ	স্বত্তাধিকারী
৭৩	الْأَوَّلُ	আদি	৯৮	الرَّشِيْدُ	প্রজ্ঞাময়
৭৪	الْاٰخِرُ	সর্বশেষ	৯৯	الصَّبُوْرُ	পরম ধৈর্যশীল
৭৫	الظَّاهِرُ	প্রকাশ্য			

গুনাহের কাজ করবো না,
নেক আমল ছাড়বো না।

IQRA
ONLINE MADRASA

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

Date of Publication
Unpublished
Copyright Registration No.
CRL-24013

Date of Registration
2 2 0 6 2 0 2 1
Validity of Registration
Life + 60 Years

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস

Bangladesh Copyright Office

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ

Certificate of Copyright Registration

সৃজনশীল মেধা কর্মের শিরোনাম

Title of Creative Intellectual Work

এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি

সৃজনশীল কর্মের প্রণেতা (প্রণেতার ধরণ ও অনুপাত)

Author of the Creative Work (Type of Author & Proportion)

মাওলানা আব্দুল কারীম (রচয়িতা)

সৃজনশীল কর্মের স্বত্বাধিকারী (স্বত্বের অনুপাত)

Owner of the Creative Work (Proportion)

মাওলানা আব্দুল কারীম

স্বত্ব প্রাপ্তির মাধ্যম Mode of Ownership Gain	সৃজনশীল কর্মের ক্ষেত্র Field of the Creative Work
রচয়িতা	সাহিত্য কর্ম (ধর্মীয় রচনা)

IQRA ONLINE MADRASA

The Registrar of Copyrights, Bangladesh Copyright Office is honored to issue this Intellectual Property Right Certificate under the Bangladesh Copyright Act.

Registrar of Copyrights
www.copyrightoffice.gov.bd